শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা

ভাগবতরত্নোপাধিক

শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রকাব্যতীর্থেন

সম্পাদিতা।

শ্রীশ্রীধামবৃন্দাবনবাস্তব্যেন মহান্তোপাধিধারিনা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রদাসবৈষ্ণবেন

প্রকাশিতা।

ঢাকা, কাশীপ্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীরাইমোহন সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২০ সন।

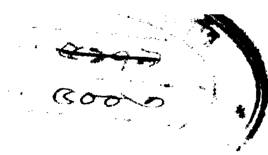
মূল্য দশ আনা মাত্র।

ভূমিকা। ৫০০৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগোস্বামী, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। অতিশয় দুঃখের বিষয়, আজ এতকাল অতিক্রম হইতেছে কিন্তু এই পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই মহাত্মা রামকৃষ্ণের কিছুমাত্র জীবনী প্রচার করিবার যত্ন করেন নাই। আপাততঃ শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবননিবাসী পূতান্তঃকরণ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ গুরুগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস মহান্ত বাবাজি মহাশয়ের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, গাঢ় অনুরাগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে মহাত্মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগোস্বামী মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সম্বলিত তৎসম্প্রদায়ের প্রধানারাধ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্তবাদি প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্রদাস মহান্তবাবাজি যথেষ্ট পরিশ্রমসহকারে রামকৃষ্ণের অনেকগুলি মূলতথ্য সংগ্রহ করিয়া ভক্ত, শিষ্য, প্রশিষ্য সহৃদয়বর্গের হৃদয়ে শান্তিবারিকণা বর্ষণ করিতেছেন। উক্ত গ্রন্থে মহাত্মা রামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, অষ্টোত্তর শত স্তোত্র ও তত্ত্বাষ্টক প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে সন্নিবেশিত করিয়া "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, নিশ্চয়ই ইহা ভক্তমণ্ডলী মধ্যে আনন্দবর্দ্ধক ও অনির্ব্বচনীয় আদরের সামগ্রী। মহাত্মার জীবনবৃত্তান্ত সম্যক্ পাঠ করিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হয় যে ভক্তবৎসল রামকৃষ্ণ কেবল মাত্র ভক্তগণের বহুতপস্যার ফলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও, ভরসাকরি, প্রকৃত ভক্ত ও শিষ্য সম্প্রদায়ের কাছে ইহা যথার্থ মোক্ষপ্রদ। ঢাকার সুবিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয় বহুক্লেশ স্বীকার করায় অদ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা ভক্তমণ্ডলী মধ্যে প্রচারিত হইল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গোসাইর
আখ্‌ড়া ফরিদাবাদ, ঢাকা
২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ বাং।

বিনীত
শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস বৈষ্ণব।



জয়পুর আগরা স্বলতা গাদি আস্তান।

১নং শ্রীস্বামী কিলজ্জি মহারাজজি।

২নং শ্রীস্বামী অ[illegible] [illegible]ম মহারাজজি।

৩নং শ্রীস্বামী কৃষ্ণ[illegible] জি।

৪নং শ্রীস্বামী সংগীত জি।

৫নং শ্রীস্বামী কৃপাল জি।

৬নং শ্রীস্বামী শান্তজি মহারাজজি।

৭নং শ্রীস্বামী তুলসী জিউ মহারাজজি।

৮নং শ্রীস্বামী হেমরায় জি মহারাজজি।

৯নং শ্রীস্বামী জগৎমোহন জিউ মহারাজজি।

১০নং শ্রীস্বামী বরমদাস জিউ মহারাজজি।

১১নং শ্রীস্বামী গোবিন্দজি মহারাজজি।

১২নং শ্রীস্বামী শান্তজি মহারাজজি ২নং

১৩নং শ্রীস্বামী রামকৃষ্ণজি মহারাজজি।

---

১৪ পৃষ্ঠায় ২৭নং শ্লোক অশুদ্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। শুদ্ধ যথা—

কর্ণান্তনেত্রোদেবেশো দীর্ঘকেশঃ সুবাহুকঃ।
দীর্ঘনাসঃ সুকর্ণশ্চ দিব্যঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ চন্দ্রিকা

নৌমি দেবং সদা শান্তং শ্রীরামকৃষ্ণসংজ্ঞকং।
গ্রন্থবিঘ্নবিনাশার্থং স্মরামি তং পুনঃ পুনঃ।১

হে দেব জগতাং নাথ ভক্তবাঞ্ছা-প্রপূরক।
সিদ্ধীশ সিদ্ধিদাতা ত্বং কৃপাং যাচে কৃপার্ণব।২

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রভক্তস্য চিত্তবিনোদনায় চ।
বিবৃণোমি যথাশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকাং।৩

গ্রন্থ বিঘ্নবিনাশের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণনামক শমভাবাপন্ন দেবকে নমস্কার করি ও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতেছি।

হে দেব! হে জগন্নাথ! হে ভক্তবাঞ্ছাপ্রপূরক! হে সিদ্ধীশ্বর! হে সিদ্ধিদাতঃ! হে কৃপাসিন্ধো! তোমার কৃপা প্রার্থনা করি।

ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্তকৃষ্ণচন্দ্রের চিত্ত বিনোদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ যথাশক্তি বিস্তার করিতেছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগোস্বামীর
সংক্ষিপ্ত জীবনী।

শ্রীহট্ট জিলার অন্তঃপাতী রীচিগ্রাম নিবাসী ভদ্রবংশ জাত ৺বনমালী চৌধুরী নামক একজন সমৃদ্ধ জমিদার সদাচার সম্পন্ন ও হরিনামপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম জাহ্নবী চৌধুরাণী। পতিব্রতা চৌধুরাণী ও হরি-সংকীর্ত্তনে পরমানন্দ অনুভব করিতেন। স্ত্রী পুরুষ নানাপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দে থাকিলেও পুত্র মুখ দেখিতে না পারিয়া অতিকষ্টে কাল কর্ত্তন করিতে ছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সু-তপস্যার প্রভাবে ও ভগবানের কৃপায় উভয়েই শ্রীক্ষেত্র ধামে গমন করিলেন। তৎকালে চৌধুরী মহাশয় পঞ্চাশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বাঞ্ছাকল্পতরু পরমদেবতা শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের শ্রীপাদ-পদ্ম দর্শন করতঃ সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তথায় কতিপয় মাস বাস করতঃ পুত্রকামনায় স্ত্রীপুরুষ যুগল অর্গলবদ্ধ এক কুঠরী মধ্যে জগন্নাথদেবের নামে "হত্যা" দিলেন। অনাহারে অনিদ্রায় দিন রাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল। পরমদয়াল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব পঞ্চমবর্ষীয়

ব্রাহ্মণ-বালক বেশে তৃতীয় দিবস অর্দ্ধ রাত্রে দ্বাররুদ্ধ প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবা মাত্র গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত হইয়া এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয়। তৎক্ষণাৎ চৌধুরী ও চৌধুরাণী অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবা! তুমি কে! কিরূপেই বা এই বদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিয়াছ? তিনি উত্তর করিলেন, দ্বার উন্মুক্ত ছিল। তোমরা কি জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া অনাহারে এইস্থানে ক্লেশ ভোগ করিতেছ। তৎকালে চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, আমরা নিঃসন্তান সেই জন্য কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। দ্বিজবালক বলিলেন,—তোমরা পূর্ব্বজন্মে ভগবানের ভক্ত ছিলে, সেই প্রচুর সুকৃতিবলে এইজন্মেও ভক্ত, অতএব ভক্তাধীন ভগবান্ জগন্নাথই অংশরূপে তোমাদের সন্তানরূপে অচিরেই প্রাদুর্ভূত হইবেন। তাহার নাম রাখিও "রামকৃষ্ণ"। চৌধুরী সশঙ্কিত হইয়া বিনয়বাক্যে বলিলেন,—প্রভো! আপনি কে? ব্রাহ্মণ কুমার বলিলেন,—আমি জগন্নাথ। তোমরা এই পুণ্যধামে কিয়দ্দিন অবস্থান কর। এই বলিয়াই দ্বিজ বালক সহসা অন্তর্হিত হইলেন।

এইবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অপূর্ব্বজ্যোতিঃ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ শিশুকে দেখিবার জন্য অত্যধিক উৎকণ্ঠিত হইয়াও চরিতার্থ হইতে না পারিয়া অত্যন্ত বিষন্ন হইয়া ছিলেন। তদনন্তর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়া স্তব করেন। কিয়ৎ সময় পর, স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে পরমাদরে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। এইভাবে তথায় কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, চৌধুরাণী গর্ভবতী হইলেন। মনস্কাম পূর্ণ হইবে মনে করিয়া পাণ্ডাদের নিকট হইতে "সফল" গ্রহণ করতঃ চৌধুরী মহাশয় নিজ দেশে প্রত্যাগমন করেন। দশমাস পূর্ণ হইবা মাত্র সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ অপূর্ব্ব শোভা-সম্পন্ন অদৃষ্টপূর্ব্ব এক শিশু শুভলগ্নে জন্ম গ্রহণ করেন।

বৃদ্ধা চৌধুরাণী সন্তান প্রসব করিয়াছেন,—এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা ব্যগ্রচিত্তে সূতিকাগারের নিকটে আগমন করতঃ সদ্যঃ প্রসূত শিশুকে দেখিয়া "চিরংজীব চিরংজীব" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

নবজাত শিশুর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া গ্রামবাসিগণ প্রায়শঃ শিশুকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেন,—এ যেন

স্বর্গীয় দেবতা ধরায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তৎপর শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় শিশু দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নিজ পুত্রের নামকরণের কাল উপস্থিত হইবা মাত্র, ব্রাহ্মণবেশধারী বালকের কথা স্মরণ করতঃ চৌধুরী মহাশয় বালকের নাম "রামকৃষ্ণ" রাখিয়া মহা সমারোহে নামকরণ সম্পাদন করেন। মানব সকল তাঁহাকে পরম দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। চৌধুরী মহাশয় নামকরণ ব্যাপারে আনন্দের সহিত বহুল অর্থব্যয় করেন। দীনদরিদ্র, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব স্বজাতীয় ও অপর জাতীয় বহু লোক প্রচুর ভোজনে ও দান মানাদি প্রাপনে প্রীতিলাভ করিয়া শিশুর দীর্ঘজীবন কামনা করেন। বালকের পঞ্চমবর্ষে এক ভয়ানক ঝড় হয়। চৌধুরী মহাশয় সর্ব্বদা কদলীপত্রে ভোজন করিতেন। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতের দরুণ কদলী পত্র সংগ্রহ হয় নাই বলিয়া রাত্রিকালে চৌধুরাণী রামকৃষ্ণকে বলিলেন,—বাবা! তোমার পিতৃদেব ভোজন করিতে পারিলেন না। বালক বলিল,—কেন মা? চৌধুরাণী বলিলেন,—বৎস! তোমার পিতৃদেব কদলী পত্রে ভোজন করেন। অদ্য তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বালক বলিল,—জননি! একটী কাটারী দিন। তৎক্ষণাৎ

পুত্রের হস্তে কাটারী প্রদান করিলে শিশু গৃহে থাকিয়াই হস্ত প্রসারণ করতঃ ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে কদলী পত্র কাটিয়া দিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। রামকৃষ্ণ যে মানুষ নহে তাহা বুঝিতে আর বাকি রহিল না। ৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বালক ১৫ জন বালক সহ একদিন মাঠে গোচারনে গিয়াছিল। কিছু কাল অতীত হইলে বালকেরা ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া বলিল,—ভাই রামকৃষ্ণ! চল বাড়ী যাই। রামকৃষ্ণ বলিল,—কেন ভাই! তোমরা যাহা খাইতে চাহিবে আমি সমস্ত তোমাদিগকে এই স্থানেই দিব। কেহ বলিল, আমি মিঠাই খাইব, কেহ বলিল আমি লাড়ু খাইব, কেহ বলিল আমি আম খাইব, ইত্যাদিভাবে নানারকমের ভোজন দ্রব্য প্রার্থনা করে। রামকৃষ্ণ বলিল ভ্রাতৃগণ স্থির হও, কোন বস্তুর অভাব নাই। কিন্তু সকলে "পাত বিছাইয়া" বস ও নিজ নিজ চক্ষু একবার ক্ষণকালের জন্য মুদ্রিত কর।

বালকেরা তাহাই করিল, অলৌকিকশক্তি সম্পন্ন রামকৃষ্ণ স্বীয় শক্তি চালন করিবা মাত্র প্রত্যেকের ভোজন পাত্রে যাহার যেমন বাঞ্ছা তদনুরূপ মিঠাই, লাড়ু মুণ্ডা সর ক্ষীর মাখন ছানা আম্র প্রভৃতি নানা

সামগ্রী উপস্থিত হইল। তাহারা চক্ষু উন্মীলন করতঃ খাদ্য বস্তু দর্শনে আনন্দে বিভোর হইয়া উদর পরিপূর্ণ করিল। তৎপর দিবাবসানে নিজ নিজ গৃহে উপস্থিত হইয়া বালকের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

এই অলৌকিক ও বিস্ময়পূর্ণ ঘটনাবলী শ্রবণে জন সমূহ অত্যন্ত বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়াছিল। দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতামাতা স্বর্গারোহণ করেন। রামকৃষ্ণ যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মণ ও দীন দরিদ্রদিগকে দান করিয়া মাতুলালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে বাল্যকাল অতীত হইলে হবিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী মাছুলিয়া গ্রামস্থ আখড়ায় শান্ত গোস্বামীর সমীপে দ্বাদশ বর্ষ কালে "ভেক" (বৈরাগ্য) গ্রহণ করতঃ একাগ্রচিত্তে দ্বাদশ বৎসর গুরুদেবের সেবা পূজা করিতে করিতে বহু শিষ্য লাভ করেন। তৎপর শান্ত গোস্বামী সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

রামকৃষ্ণ তথায় সাতজনকে শিষ্য করতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা স্থাপন পূর্ব্বক ৭ জনকে সেবায় নিযুক্ত করিয়া ভারতের নানাতীর্থ দর্শন মানসে অবিচ্ছিন্নভাবে ৪৩ বৎসর যাবৎ বিবিধ দেশ পর্য্যটন করেন। শ্রীধাম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া জগৎপূজ্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর

সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ ভক্তি বিষয় সমালোচনা করেন। একদিন তাহার আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহাকে মহাপ্রসাদ প্রদান করেন। কিয়ৎকাল তথায় বাস করিয়া রামকৃষ্ণ গোদাবরী, রামেশ্বর, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, বালাজী, কিষ্কিন্ধ্যা, দ্বারকা প্রভৃতি বহুতীর্থ ভ্রমণান্তে শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে, শ্রীশ্রীগোবিন্দ, শ্রীশ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ প্রভৃতি দর্শন করিয়া মানসরোবরে যোগাসনে "আরোপ" করেন। তাঁহার যোগবলে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, হংসরূপ ধারণপূর্ব্বক রামকৃষ্ণকে বলিলেন,—"তোমার দেহ সিদ্ধ হইয়াছে। তুমি এক-স্থানে অবস্থান করতঃ জীবগণকে উদ্ধার কর, নানাস্থানে ভ্রমণের কারণ নাই, তুমি আমার অংশে জন্মধারণ করিয়াছ, তোমার পূর্ব্বস্থানে প্রস্থান কর।" এই কথা বলিয়া হংসরূপী ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। তৎপর রামকৃষ্ণ বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা স্থাপন পূর্ব্বক হরিভজন পরায়ণ হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। আদেশানুসারে বৃন্দাবন হইতে আগমন করতঃ পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকানগরীর পূর্ব্বাংশে

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা স্থাপন করতঃ বিংশতি বৎসর অতিবাহিত করেন। প্রাচীন জীর্ণ শীর্ণ আখড়া অদ্যাপি মহাত্মা রামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। তপস্যা-পূতদেহ ত্রিপুরাধিপতি নারায়ণের অংশরূপে অবতীর্ণ উচ্ছবানন্দ মাণিক্য বাহাদুরকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া মন্ত্র প্রদান করেন। তৎপর শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত মাছুলিয়া গ্রামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা করতঃ বিংশতি বর্ষ অবস্থান করেন। তৎপর বিথঙ্গল গ্রামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা স্থাপন করতঃ নানাপ্রকারের সদনুষ্ঠান পূর্ব্বক ৫১ একপঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানেই মহাত্মা রামকৃষ্ণের সমাধি লাভ হইয়াছিল। অত্রত্য আখড়ার অতিশয় প্রসিদ্ধি আছে। নানা দেশ হইতে বহু মানব এই পুণ্যতীর্থে আগমন করতঃ কৃতার্থ হইয়া থাকেন। তৎকালে শুদ্ধ ভক্তিনিরত দ্বাদশ জন শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান করেন। তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

অদ্য পর্য্যন্ত ভারতের নানাস্থানে মহাত্মা রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত ও তৎশিষ্যানুশিষ্যগণ স্থাপিত ৩৬০ খানা আখড়া বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার প্ররোচনায় এই গ্রন্থখানি রামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলীতে প্রচারিত হইতেছে

তিনি বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ গোস্বামীর সেবাকুঞ্জে অদ্যাপি মহান্তরূপে বিরাজ করতঃ নিয়ত পুণ্যসঞ্চয় করিতেছেন। তাহার নাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস মহান্ত বাবাজী।

১। চূড়ামণি গোস্বামী
২। কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণবংশজাত ব্রহ্ম গোস্বামী
৩। বৈষ্ণব গোস্বামী
৪। কৃপাল গোস্বামী
৫। নারায়ণ গোস্বামী
৬। নারায়ণ গোস্বামী
৭। হরি গোস্বামী
৮। চৈতন্য গোস্বামী
৯। নাগর গোস্বামী
১০। ঘোষ কৃপাল গোস্বামী
১১। জগন্নাথ গোস্বামী
১২। লাল গোস্বামী

তৎপরও অসংখ্য জন শিষ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্তব ॥

রামকৃষ্ণমহং বন্দে জগদানন্দকারকং ।
বিশুদ্ধং সচ্চিদানন্দং ভক্তভক্তি-প্রবর্ত্তকং ॥ ১ ॥

ভক্তাবতারং ভক্তেশং মহাশক্তিধরং বিভুং ।
নমামি মনসা দেবং মনোবাঞ্ছা-প্রপূরকং ॥ ২ ॥

সাধকং সিদ্ধিদং সাধ্যং জন্ম-মৃত্যু-নিবর্ত্তকং ।
শুদ্ধভাবপ্রদং সিদ্ধৌ সাধকানাং সুখাবহং ॥ ৩ ॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ দেহস্থাঃ পাপরাশয়ঃ ।
বিলয়ং যান্তি সততং রবেরহ্নি তমো যথা ॥ ৪ ॥

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈর্জ্জনিং লব্ধা ধরাতলে
রামকৃষ্ণপ্রভৌ ভক্তিং লেভে কোঽপি মহান্ নৃপঃ ॥৫॥

তৎকৃপা জায়তে চেদ্ধি মূকোপি বাক্‌পতির্যতঃ ।
তত্ত্বানাং নির্ণয়ে সাধুঃ সংশয়চ্ছেদকৃদ্ভুবি ॥ ৬ ॥

নানা প্রদেশে যস্যাস্তি সেবা পরম দুর্লভা ।
প্রার্থনীয়া সদা শিষ্যৈঃ ফলদা শুভদা তু যা ॥ ৭ ॥

ত্বাং স্মৃত্বা সততং দেব কার্য্যসিদ্ধি-পরায়নাঃ ।
অতস্ত্বাং ভক্তিভাবেন ভজন্তে মানবা মুদা ॥ ৮ ॥

রামকৃষ্ণ দয়াসিন্ধো সর্ব্বপাপপ্রণাশক।
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ যস্য মুক্তাঃ পাতকিনো ভুবি ॥ ৯ ॥

রাশব্দোচ্চারণাদেব বহির্নির্যাতি পাতকং।
পুনরাগমনং ভীত্বা মকারস্তু কবাটকঃ ॥ ১০ ॥

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণেতিকর্ষকারক।
নমামি পরয়া ভক্ত্যা দেবদেব নমোস্তুতে ॥ ১১ ॥

সত্যং সত্যাত্মকং দেবং সত্যপং সত্যদর্শনং।
সত্যে স্থিতিঃ সদা যস্য তং প্রভুং প্রণমাম্যহং ॥ ১২ ॥

ত্বং ব্রহ্ম জগদাধার নিখিলজনহেতুকঃ।
ভববন্ধবিমোক্ষার্থং বাঞ্ছন্তি ত্বদনুগ্রহং ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধৈরুপাস্যঃ দেবেশঃ সিদ্ধানাং ফলদায়কঃ।
বিপথগামিনাং নৃণাং শাস্তা ভবসি সর্ব্বদা ॥ ১৪ ॥

কৃপাসিন্ধো জগদ্বন্ধো ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক।
সিদ্ধেশ সিদ্ধিদাতা ত্বং ফলসিদ্ধিপ্রপূরক ॥ ১৫ ॥

ত্বং মাতা ত্বং পিতা ত্বং হি সর্ব্বদা রক্ষক প্রভো।
বাঞ্ছাপ্রদঃ সদা কর্ম্মনিয়ন্তা নির্গুণাত্মকঃ ॥ ১৬ ॥

যৎকৃপা-প্রভবাৎ শীঘ্রং বিপদো যান্তি দূরতঃ।
ত্বাং প্রভুং ভজনানন্দং সত্যসংজ্ঞং নমাম্যহো ॥ ১৭ ॥

নির্গুণঃ সগুণো বাপি অবাঙ্মনসগোচরঃ।
ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সদা ভক্ত্যা সুসিদ্ধিফলকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ১৮

যং ধ্যাত্বা বহবঃ সিদ্ধাঃ সিদ্ধিং যান্তি সনাতনীং।
স এব পরমো দেবঃ সিদ্ধি-বিদ্যা-প্রবর্ত্তকঃ॥ ১৯॥

শ্রীহট্টান্তর্গতে দেশে রীচিগ্রামে পুরা বিভুঃ।
প্রাদুর্ভূয় মহান্ দেবঃ চিচ্ছক্ত্যা ভাসয়ন্ গৃহং॥২০॥

যদাজনি মহচ্ছক্তিস্তদাহি জনসংঘকে।
মহান্ কোলাহলো জাতঃ প্রেমভক্তি-বিবর্দ্ধকঃ॥২১॥

স্ত্রিয়ঃ পুংসঃ সমাগত্য সূতিকাগারসীমনি।
নেত্রৈঃ পিবন্তো মাধুর্য্যং স্থিতাশ্চিত্রপটা ইব॥ ২২॥

নেদৃক্ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যং ন দৃষ্টং নরনারীভিঃ।
কর্ণাকর্ণীতি লোকানামাসীৎ তত্র মহোৎসবে॥ ২৩॥

অবতারসমঃ সোঽপি ববৃধে পিতৃবেশ্মনি।
শুক্লপক্ষে যথা চন্দ্রঃ বিভাতি রঞ্জয়ন্ দিশঃ॥ ২৪॥

তন্মাতা রত্নগর্ভাসীৎ পিতা ধন্যো মহান্ জনঃ।
বহুপুণ্যপ্রভাবেন সুতং লেভে সুরোত্তমম্॥ ২৫॥

শুদ্ধবংশে মহানুজাতঃ শুদ্ধভাবপ্রণোদিতঃ।
শুদ্ধভক্তি-বিকাশার্থং নৃণাং কল্যাণহেতবে॥ ২৬॥

কর্ণান্তনেত্রং দেবেশং দীর্ঘকেশং সুবাহুকং ।
দীর্ঘনাসং সুকর্ণঞ্চ দিব্যং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং ॥ ২৭ ॥

উদিতঃ পূর্ব্বদিগ্ভাগে জগতি ভাসয়ন্ ত্বিষা ।
পূর্ব্ব-পর্ব্বতমারোহ্য চাসীৎ স পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৮ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ।
তৎপদং দর্শিতং যেন রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥ ২৯ ॥

অন্তর্ভাবনিবিষ্টো যো মহাভাববিভূষিতঃ ।
প্রেমিকো রসসম্পূর্ণঃ শুদ্ধভাববিভূষিতঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাদশ বৎসরাৎ সোঽপি গৃহং তত্যাজ ভক্তিতঃ ।
অপূর্ব্বাং ভক্তিমাশ্রিত্য গার্হস্থ্যং মলবজ্জহৌ ॥ ৩১ ॥

ঢাকায়ান্তু সমাগত্য পূর্ব্বস্মিন্ দিগ্বিভাগতঃ ।
স্থানে কিয়দ্দিনং তস্থৌ স্থাণুরিবাপরাচলঃ ॥ ৩২ ॥

যৎকৃপাবশতঃ স্ত্রীণাং সুপুত্রা অভবন্ পুরা ।
অধুনাপি তমারাধ্য ইষ্টসিদ্ধিমবাপ্নোতি ॥ ৩৩ ॥

জনশ্রুতিরিতি সত্যং মিথ্যা নৈব কদাচন ।
অতোহি বহবো লোকা বাঞ্ছন্তি বাঞ্ছিতং মুদা ॥ ৩৪ ॥

ঢাকায়ান্তু সমাগত্য রাজানমুচ্ছবাভিধং ।
শিষ্যত্বেন তু তং ভূপং স্বীচকার স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ৩৫ ॥

চতুর্ভুজস্তু যঃ ক্বচিদাসীৎ পুণ্যপ্রভাবতঃ।
ধন্যো রাজা মহাভাগ্যো গণ্যো মান্যো বভূব সঃ॥ ৩৬॥

সত্বানামুপরি যো হি বর্ত্ততে নিতরাং মুনিঃ।
স এব রামকৃষ্ণেতি সংজ্ঞামাপ ধরাতলে॥ ৩৭॥

নানাবিঘ্নাৎ সমুদ্ধৃত্য শিষ্যানুদ্ধরতে হি যঃ।
স এব গুরুরূপেন তিষ্ঠতি শিষ্যহৃদ্-গৃহে॥ ৩৮॥

শিষ্যাণাং নির্ম্মলে চিত্তে প্রেম-ভক্তি-বিভূষিতে।
অপূর্ব্ব-রত্ন-খচিতে সিংহাসনে সুশোভনে॥ ৩৯॥

সানন্দং সঃ সদা তিষ্ঠেৎ প্রসাদাভিমুখঃ সদা।
আনন্দয়তি শিষ্যান্ যঃ স এব প্রকৃতো গুরুঃ॥ ৪০॥

নরকাত্তু সমুদ্ধৃত্য নির্ম্মলে-ভক্তি-মার্গকে।
শিষ্যান্ নয়তি যো দেবঃ স মুনির্মুনীনাং বরঃ॥ ৪১॥

যদ্দর্শনাৎ হৃদি পূর্ণং ভাতি সত্যং পুরাতনং।
তং বন্দে শিরসানন্দং নিরানন্দ-নিবর্ত্তকং॥ ৪২॥

বাঞ্ছিতানি ফলন্ত্যেব মানবানাং গৃহে গৃহে।
ভজন্তে তমতঃ পৃথ্ব্যাং কাম্য-কর্ম্ম-সুসিদ্ধয়ে॥ ৪৩॥

শক্তিং দেহি মহাশক্তে শত্রু-শক্তি-বিনাশক।
তেজো দেহি তেজস্বিন্ ভোঃ শত্রু-তেজো বিনাশক॥ ৪৪॥

অপূর্ব্ব-ভক্তি-সংযোগাৎ প্রাপ্নুবন্তি ভবৎকৃপাং ।
বহু-জন্ম-তপোযোগাৎ লভন্তে চেদৃশং ফলং ॥ ৪৫ ॥

সাধক-সিদ্ধিদং সাধ্যং জন্ম-মৃত্যু-নিবর্ত্তকং ।
শুদ্ধ-ভাব-প্রদং নিত্যং মুনীনামপি সিদ্ধিদং ॥ ৪৬ ॥

সাধকাঃ সিদ্ধিরূপস্ত্বাং মেনিরে দেবতোত্তমং ।
তুষ্টুবুস্ত অথো সর্ব্বে সাক্ষাৎ নির্ম্মলবিগ্রহং ॥ ৪৭ ॥

যং ধ্যাত্বা বহবঃ সিদ্ধাঃ সিদ্ধিং প্রাপুরনুত্তমাং ।
সেবন্তে তং সদা ভক্ত্যা স্বকার্য্যসাধনেচ্ছয়া ॥ ৪৮ ॥

একস্থঃ সবিতা নাথো যথা বিশ্বং প্রকাশতে ।
তদ্বৎ স গুরুরেকস্থঃ সর্ব্বং ভাসয়তে কিল ॥ ৪৯ ॥

আকাশে সূর্য্যবৎ দেবঃ নানাশক্তিধরঃ প্রভুঃ ।
শিষ্যান্ সন্তোষয়ামাস ভক্তি-পথ-প্রদর্শকঃ ॥ ৫০ ॥

যং ভক্ত্যা ভক্তিপূতেন চেতসা নান্যগামিনা ।
অভজন্ সততং দেবং শুদ্ধ-ভক্তি-পিপাসয়া ॥ ৫১ ॥

ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরং যাবৎ নানাতীর্থে পরিভ্রমন্ ।
বহুভিঃ সাধুভিঃ সাকং ধর্ম্মমালোলুচে পুরা ॥ ৫২ ॥

বহুদেশং সমাগত্য বিবিধান্ বিপথান্ জনান্ ।
বশীকৃত্য স্বকীয়েন প্রেম্না সত্ত্বাবলম্বিনা ॥ ৫৩ ॥

শ্রীহট্টান্তর্গতে দেশে বিথঙ্গল্ নগরে প্রভুঃ।
স্থানং চক্রে মনোরম্যং শিষ্যগণৈঃ সুশোভিতং ॥ ৫৪ ॥

প্রেমভক্তি-রসৈঃ প্লুতং দেবানামপি দুর্লভং।
গোগণৈঃ সেবিতং তত্তু নানাপক্ষি-সমাকুলং ॥ ৫৫ ॥

অপূর্ব্বচিদ্ঘনং দিব্যং ভক্তচিত্তবিকর্ষণং।
তত্র স্থিত্বা বহূন্ কালান্ যাপয়ামাস প্রেমতঃ ॥ ৫৬ ॥

ভক্তি-শাস্ত্র-বিনোদেন সদাতিষ্ঠৎ স্বধর্ম্মকে।
শক্তিং সংস্থাপ্য তত্রৈব প্রভুরন্তর্দধে পুরা ॥৫৭॥

নির্গুণঃ সগুণো বাপি ভক্তানাং হৃদয়স্থিতঃ।
বর্ণয়িতুং ন বাক্যেন শক্তির্মে বর্ত্ততে খলু ॥ ৫৮ ॥

রামকৃষ্ণপ্রসাদেন যৎকিঞ্চিৎ বর্ণয়াম্যহং।
প্রভুনা সর্ব্বচিত্তে হি যো ভাবো নিহিতঃ কিল ॥৫৯॥

সএব বর্ণ্যতে বাচা সামর্থ্যং নাস্তি মে পুনঃ।
তস্য কৃপাপ্রভাবেন রসনা রসবর্ষিণী ॥ ৬০ ॥

অকৃপা বর্ত্ততে চেদ্ধি রসনা কঠিনাত্মিকা।
অশ্রাব্যং বর্ষতে তস্মাৎ যাচতেঽনুগ্রহং ততঃ ॥ ৬১ ॥

দেবদেব জগন্নাথ ভক্তচিত্ত-প্রকর্ষক।
মনসি রসভাবঞ্চ দয়াং দেহি দয়ানিধে ॥ ৬২ ॥

দয়েশ ! দয়য়া জীবান্ সমুদ্ধর ভবার্ণবাৎ ।
ত্বাং বিনা নো গতির্দ্দেব কল্যাণং কুরু সাম্প্রতং ॥৬৩॥

যানি যানীহ কার্য্যানি তিষ্ঠন্তি সুমহন্ত্যপি ।
তানি সংসাধয়ন্ত্যেব রামকৃষ্ণ-কৃপা-কণাঃ ॥ ৬৪ ॥

যে তাবৎ সততং ভক্ত্যা রামকৃষ্ণং স্মরন্তি বৈ ।
অপূর্ব্বসিদ্ধিভাজস্তে ভবন্তি হি ধরাতলে ॥ ৬৫ ॥

রমতে চিত্তবৃত্তির্হি যেষাং নিত্যং সনাতনে ।
তেষাং সিদ্ধিঃ করস্থা তু এবমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

রাজাধিরাজবর্গানাং রামকৃষ্ণঃ শিরোমণিঃ ।
ইহ কালে পরত্রাপি বহিরভ্যন্তরেঽপি চ ॥ ৬৭ ॥

তদ্ভক্তাঃ পূতদেহাশ্চ পূতচিত্তা মহোদয়াঃ ।
বহু-জন্ম-তপোযোগাৎ তস্য ভক্তা ভবন্ত্যপি ॥ ৬৯ ॥

তে ধন্যা জগতি গণ্যা মান্যা গুণিগণৈরপি ।
মুনিরূপা সুসিদ্ধাশ্চ ভাগ্যানাং প্রভবাঃ ভুবি ॥ ৬৯ ॥

উপায়বিহীনা লোকাঃ রামকৃষ্ণং স্মরন্তি চেৎ ।
তেষাং ভবন্ত্যুপায়াশ্চ শতশোঽনুগ্রহাৎ প্রভোঃ ॥৭০॥

প্রত্যক্ষং দৃশ্যতেঽস্মাভিঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহং ।
অতস্ত্বাং সততং ভক্ত্যা ভজন্তে শুদ্ধচেতসা ॥ ৭১ ॥

ভক্তি-মুক্তি-প্রদাতারং সর্ব্বকামপ্রদং প্রভুং।
সেবধ্বং পূতমনসা শুদ্ধভাববিভূষিতাঃ ॥ ৭২ ॥

মহাভাবে সদা যোহি অতিষ্ঠৎ প্রেমভাবতঃ।
স দেবো মুনিভির্ধ্যেয়ো মানুষানাস্তু কা কথা ॥ ৭৩ ॥

সুশিষ্যৈরাবৃতঃ সোঽপি তদালয়ঃ সুশোভনঃ।
সুভোজ্যৈঃ পরিপূর্ণোঽপি মহানন্দপ্রদঃ সদা ॥ ৭৪ ॥

ফলিনস্তরবস্তত্র বহুপক্ষিসুসেবিতঃ।
নানালতাসমাকীর্ণঃ সুগন্ধি-বায়ু-সেবিতঃ ॥ ৭৫ ॥

দর্শনাৎ কস্য ন ভক্তির্জায়তে শুদ্ধচেতসঃ।
সেবালয়েষু যে ভক্তাঃ শুদ্ধভাবপ্রণোদিতাঃ ॥ ৭৬ ॥

তেষাং সন্দর্শনেনাপি পাপমুক্তা ভবন্ত্যমী।
অতো ধন্যাস্ততো ভক্তা রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭৭ ॥

বিথঙ্গল্ ইতি যঃ গ্রামো ভক্তানাং ভাবদায়কঃ।
বহুপ্রাসাদসংযুক্তঃ গাভী-বৎস-সুশোভিতঃ ॥ ৭৮ ॥

প্রকাণ্ডপাকপাত্রাণি বর্ত্তন্তে যত্র সর্ব্বদা।
অন্নানি বহূনি যত্র পচ্যন্তে পাচকৈর্মুদা ॥ ৭৯ ॥

ব্যঞ্জনানি রসালানি বিবিধান্যর্ব্বুদানি চ।
অপূর্ব্বানি তু দিব্যানি পায়সানি তদালয়ে ॥ ৮০ ॥

রামকৃষ্ণস্য শব্দস্য ব্যুৎপত্ত্যা যোঽর্থ এব হি।
স এব প্রতিভাতি হি রামকৃষ্ণে মনোরমঃ ॥ ৮১ ॥

অতঃ সার্থকশব্দোঽয়ং রামকৃষ্ণেতি সংজ্ঞিতঃ
যস্তাবৎ সংস্মরেন্নিত্যং রামকৃষ্ণং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮২ ॥

স জগতি মহান্ ধন্যঃ স্ববংশোদ্ধারকারকঃ।
মাতা ধন্যা পিতা ধন্যঃ কুলং ধন্যঞ্চ তস্য হি ॥ ৮৩ ॥

যদ্বংশে বৈষ্ণবো জাতঃ গৃহত্যাগী মহান্ যমী।
যোষিৎসঙ্গপরিত্যাগী কামভাববিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮৪ ॥

শুদ্ধঃ স বৈষ্ণবো পূজ্যঃ দেবানামপি দুর্লভঃ।
তৎপাদপদ্মরেণুভিঃ পূতা ভবতি মেদিনী ॥ ৮৫ ॥

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলে ভবতি বৈষ্ণবঃ।
স দৃষ্টো ভবতি প্রেম কৃষ্ণভক্তিরসাত্মকং ॥ ৮৬ ॥

যস্মিংস্তু ভগবৎ প্রেম সর্ব্বদা পরিলক্ষ্যতে।
স এব কৃতকৃত্যো হি নরোত্তমো ধরাতলে ॥ ৮৭ ॥

যং নিরীক্ষ্য নরো লোকে আনন্দাম্ভসি মজ্জতি।
স এব কৃষ্ণদাসোহি যচ্চিত্তে রাজতে হরিঃ ॥ ৮৮ ॥

বিষ্ণুং জানাতি যো বিদ্বান্ স এব বৈষ্ণবোত্তমঃ।
রজস্তমোগুণৈর্হীনঃ শুদ্ধসত্ত্ববিভূষিতঃ ॥ ৮৯ ॥

যস্মিন্ রজস্তমোভাবৌ বর্ত্তেতে স ন বৈষ্ণবঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমো গণ্যঃ কৃষ্ণরসপ্রপূরিতঃ ॥ ৯০ ॥

হরির্ধ্যেয়ঃ হরিঃ পূজ্যঃ সেব্যো যেন চ সর্ব্বদা।
স বৈষ্ণবং পদং লব্ধা প্রাপ্নোতি শ্রীহরেঃ পদং ॥৯১॥

অল্পেন তপসা কেঽপি নাপুবন্তি হরেঃ পদং।
কোটিজন্মতপস্যাভির্লভন্তে তৎপদং ধ্রুবং ॥ ৯২ ॥

ইদং পবিত্রমাহাত্ম্যং রামকৃষ্ণচরিত্রকং।
শৃণ্বন্তি শ্রাবয়ন্তি বা লভন্তে ভক্তিমুত্তমাং ॥ ৯৩ ॥

প্রাতমধ্যাহ্নকালেচ সন্ধ্যায়াং বা তথা নিশি।
শ্রদ্ধয়া বা পঠন্তি যে তে নরাঃ সাধকোত্তমাঃ ॥ ৯৪ ॥

রামকৃষ্ণপ্রভুং ধ্যাত্বা শুদ্ধভাবেন চেতসা।
শুদ্ধাসনে চোপবিশ্য পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ ॥ ৯৫ ॥

জপ্ত্বাদৌ রামকৃষ্ণেতি পরমং চতুরক্ষরং।
মহাফলপ্রদং পৃথ্ব্যাং ভক্তিমুক্তিপ্রদায়কং ॥ ৯৬ ॥

অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্ধনো ধনবান্ ভবেৎ।
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥৯৭॥

নানাবিঘ্নসমাকীর্ণে বহ্বাপদি সমুত্থিতে।
জপেৎ তচ্চেতসা ধীরো স্বাভীপ্সিত-সুসিদ্ধয়ে ॥ ৯৮ ॥

প্রত্যক্ষফলসিদ্ধির্হি জায়তে তৎপ্রসাদতঃ।
নানাকার্য্যেষু ভক্তেষু রামকৃষ্ণপ্রসাদনং ॥ ৯৯ ॥

উপলব্ধীকৃতং সর্ব্বৈর্মানবৈ রসভাবুকৈঃ।
অতো ধ্যেয়ঃ সদা পূজ্যঃ স্মর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদৈব হি ॥১০০॥

দ্বিজানাং যজ্ঞসূত্রং হি যথা ধার্য্যং সদৈব তু।
তদ্বদ্ভক্তিমতাং ধার্য্যং রামকৃষ্ণেতি নামকং ॥ ১০১ ॥

রামকৃষ্ণাশ্রিতানাং হি ভক্তানান্তু বিশেষতঃ।
পাঠ্যং শ্রাব্যঞ্চ স্মর্ত্তব্যং তন্মাহাত্ম্যং পুনঃ পুনঃ ॥১০২॥

যো ভজতি কলৌ দেবং রামকৃষ্ণেতি নামকং।
তদ্গেহে সততং লক্ষ্মীঃ স্থিরা তিষ্ঠতি নিশ্চিতং ॥১০৩॥

বাণী বসতি তৎকণ্ঠে মধুরা সুখদায়িনী।
আধিব্যাধিবিনাশায় ভজধ্বং তং প্রভুং কলৌ ॥১০৪॥

যস্মিন্ যস্মিন্ প্রভোর্ব্বাসআসীৎ পূর্ব্বং ধরাতলে।
তত্তৎস্মরণমাত্রেণ পূতো ভবতি নিশ্চিতং ॥ ১০৫ ॥

রামকৃষ্ণপ্রসাদেন শক্তিরলৌকিকী ভুবি।
জায়তে মন্যতে সর্ব্বৈরিতি লোকৈশ্চ গীয়তে ॥১০৬॥

অষ্টোত্তরশতশ্লোকং পঠেৎ স্তোত্রং সুচেতসা।
রামকৃষ্ণপ্রিয়ো ভূত্বা ভবতীহ পরত্রচ ॥ ১০৭ ॥

ধন্যং স্বস্ত্যয়নং পুংসাং শিষ্যানান্তু মহাত্মনাং
এতত্তিষ্ঠতি যদ্গেহে স ধন্যো জগতীতলে ॥ ১০৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

একশত আটটি শ্লোকের অনুবাদ।

জগতের আনন্দ বর্দ্ধনকারী, বিশুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ এবং ভক্তগণের ভক্তিপ্রবর্ত্তক রামকৃষ্ণ দেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

যিনি ভক্তাবতার ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাশক্তিসম্পন্ন এবং প্রভু, সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী দেবতাকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

ইনি সাধক, সিদ্ধিপ্রদ, সাধ্য, জন্মমৃত্যু বিনাশক, শুদ্ধ ভাবপ্রদ, এবং সিদ্ধি বিষয়ে সাধকদিগের সুখাবহ ॥৩॥

যাঁহার স্মরণ মাত্রই দিবসে সূর্য্য কিরণদ্বারা পৃথিবীর তমোরাশির ন্যায় দেহস্থিত পাপরাশি বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥৪॥

বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফলে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়া কোনও মহারাজা রামকৃষ্ণ প্রভু বিষয়ক ভক্তি লাভ করে ॥ ৫ ॥

যদি তাহার কৃপা হয় তাহা হইলে মূক ব্যক্তিও বাক্‌পতি হইতে পারে যেহেতু তিনি পৃথিবীতে তত্ত্ব নির্ণয়ে সাধু এবং সংশয়চ্ছেদকারী ॥ ৬ ॥

নানাপ্রদেশে যাঁহার পরম দুর্লভ সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে, ঐ সেবা শিষ্যগণের প্রার্থনীয় এবং শুভদা ও ফলদা ॥ ৭ ॥

হে দেব! তোমাকে স্মরণ করিয়া মানবগণ বাঞ্ছিত কার্য্য সাধনে সমর্থ হয়, অতএব মানবগণ তোমাকে ভক্তিভাবে ভজনা করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

হে রামকৃষ্ণ! হে দয়াসিন্ধো! হে পাপবিনাশক! তোমার দর্শনে ও স্পর্শনে পৃথিবীতে পাতকিগণ মুক্তি লাভ করে ॥ ৯ ॥

রা শব্দের উচ্চারণ মাত্রই পাপ বহির্গত হয়, পুনরাগমনের ভয়ে মকার কবাট স্বরূপ ॥ ১০ ॥

হে রামকৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে কৃষ্ণ! হে পাপ-কর্ষণ! হে দেবদেব! তোমাকে পরমভক্তির সহিত নমস্কার করিতেছি ॥ ১১ ॥

হে দেব! তুমি সত্যস্বরূপ, সত্যাত্মক, সত্যরক্ষক এবং সত্যদর্শন। সত্যে যাহার স্থিতি, তাদৃশ তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥১২॥

তুমি ব্রহ্ম, জগতের আধার স্বরূপ এবং জগজ্জনের

কারণ স্বরূপ ; মানবগণ ভববন্ধন বিমুক্তির জন্য তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে ।। ১৩ ।।

তুমি সিদ্ধগণের উপাস্য শ্রেষ্ঠদেব, সিদ্ধদিগের ফল-দায়ক এবং সর্ব্বদা বিপথগামিলোকসমূহের শাসন-কর্ত্তা ।। ১৪ ।।

হে কৃপাসিন্ধো ! হে জগদ্বন্ধো ! হে ভক্তিদায়ক ! হে মুক্তিদায়ক ! হে সিদ্ধেশ ! হে সিদ্ধিপ্রদ ! তুমি ফলসিদ্ধিপূর্ণকারী ।। ১৫ ।।

তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমিই সর্ব্বদা রক্ষাকর্ত্তা, প্রভু, বাঞ্ছাপ্রদ এবং সর্ব্বদা কর্ম্মের নিয়ন্তা ও নির্গুণাত্মক ।। ১৬ ।।

যাহার কৃপা প্রভাবে শীঘ্র পাপরাশি দূরীভূত হয় সেই ভজনানন্দ সত্যসংজ্ঞ প্রভুকে প্রণাম করিতেছি ॥১৭॥

তুমি নির্গুণ ও সগুণ, বাক্য ও মনের অগোচরীভূত এবং সিদ্ধিফলাকাঙ্ক্ষিগণ সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে তোমাকে ধ্যান ও পূজা করে ।। ১৮ ।।

যাহার ধ্যান করিয়া সিদ্ধগণ সনাতনী অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধি লাভ করে, সেই পরমদেবতা সিদ্ধিবিদ্যা প্রবর্ত্তক ॥ ১৯ ॥

পুরাকালে শ্রীহট্ট প্রদেশান্তর্গত রীচিগ্রামে প্রভু, শ্রেষ্ঠ দেবতা, আবির্ভূত হইয়া চিৎশক্তি দ্বারা গৃহ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন ।।২০।।

যখন মহাশক্তিসম্পন্ন প্রভু ভূমিষ্ঠ হইলেন তখন লোক সমূহের প্রেমভক্তি বিবর্দ্ধন কারক মহাকোলাহল উঠিয়াছিল ।।২১।।

স্ত্রী ও পুরুষগণ সূতিকাগৃহের সীমায় উপস্থিত হইয়া নয়ন দ্বারা মাধুর্য্য পান করিতে করিতে চিত্রস্থিত মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিয়াছিল ।।২২।।

নরনারী এইরূপ সৌন্দর্য্য আর কখন ও দর্শন করে নাই। সেই মহোৎসবে লোকদিগের এইরূপ কানাকানি হইয়াছিল ।। ২৩ ।।

শুক্লপক্ষের চন্দ্র যেমন ক্রমশঃ দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া শোভা পায়, তেমন অবতার তুল্য তিনি ও বাল্যাবস্থায় পিতৃগৃহে ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিকাশ পাইতে লাগিলেন ।। ২৪ ।।

তাঁহার মাতা রত্নগর্ভা এবং পিতা একজন মহাপুরুষ-ছিলেন। তাঁহারা বহু পুণ্যের ফলে ঈদৃশ সুরশ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন ।। ২৫ ।।

ভাবপূর্ণ এই মহাপুরুষ শুদ্ধভক্তি বিকাশের জন্য এবং মানবদিগের কল্যাণ সাধনার্থ সত্ব শুদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।। ২৬ ।।

এই দেবশ্রেষ্ঠের কর্ণান্তগামী নেত্র, সুদীর্ঘকেশরাজি দীর্ঘবাহু, এবং উন্নতনাসিকা, সুন্দরকর্ণ, সমস্ত অবয়ব অতীব রমনীয় ।। ২৭ ।।

পূর্ব্বদিক্‌ভাগে উদিত হইয়া সমগ্র জগৎ স্বীয়কান্তি দ্বারা উদ্ভাসিত করতঃ পূর্ব্বপর্ব্বতে আরোহন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন ।।২৮।।

যিনি অখণ্ড মণ্ডল সদৃশ চরাচর জগৎ পরিব্যাপ্ত এবং যিনি পরম পাদপদ্ম দেখাইয়াছেন সেই রামকৃষ্ণকে নমস্কার ।। ২৯ ।।

যিনি অন্তর্ভাবনিবিষ্ট ও মহাভাবে বিভূষিত, প্রেমিকদিগের রস দ্বারা পরিপূর্ণ, শুদ্ধভাব বিভূষিত ।। ৩০ ।।

তিনি দ্বাদশ বৎসরের পর গৃহ পরিত্যাগ করেন এবং অপূর্ব্ব ভক্তি আশ্রয় করিয়া মলের ন্যায় গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।।৩১।।

ইনি ঢাকাতে সমাগত হইয়া পূর্ব্বভাগে কিয়ৎকাল অচল বৃক্ষের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন ।।৩২।।

যাঁহার কৃপায় পূর্ব্বে স্ত্রীসমূহের সুপুত্র হইত। এখনও তাঁহাকে আরাধনা করিয়া লোকে ইষ্ট সিদ্ধিলাভ করে ॥ ৩৩ ॥

এই জনশ্রুতি সত্যই বটে, ইহা কখনও মিথ্যা নয়, অতএব আজ পর্য্যন্তও বহুলোক বাঞ্ছিত বিষয় প্রার্থনা করিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

প্রভু স্বয়ং, ঢাকায় সমাগত হইয়া উচ্ছব নামক মহারাজকে শিষ্যরূপে স্বীকার করেন ॥ ৩৫ ॥

যে রাজা পুণ্যের প্রভাবে কখন২ চতুর্ভুজ হইতেন। সেই রাজা ধন্য সৌভাগ্যশালী গণ্য ও মান্য ছিলেন ॥৩৬॥

যে মুনি সকলপ্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ তিনিই রামকৃষ্ণ নাম ধরাতলে প্রাপ্ত হন ॥ ৩৭ ॥

যিনি বিবিধ বিঘ্ন হইতে শিষ্যদিগকে উদ্ধার করিতেছেন, তিনিই গুরুরূপে শিষ্যের হৃদয়গৃহে বর্ত্তমান আছেন ॥ ৩৮ ॥

শিষ্যদিগের প্রেমও ভক্তিদ্বারা বিভূষিত অপূর্ব্ব রত্ন খচিত সুশোভন নির্ম্মল চিত্তসিংহাসনে—॥ ৩৯ ॥

যিনি আনন্দ সহকারে সর্ব্বদা অবস্থান করেন এবং

যিনি প্রসন্নমুখ হইয়া শিষ্যবর্গকে আনন্দিত করেন তিনিই পরম গুরু ॥৪০॥

যিনি দুস্তরনরক হইতে শিষ্যবর্গকে উদ্ধার করতঃ নির্ম্মল ভক্তিমার্গ লাভ করান তিনিই মুনিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৪১ ॥

যাঁহার দর্শন মাত্রেই হৃদয়ে পুরাতন সত্য পূর্ণরূপে বিকাশ পায় সেই নিরানন্দ নিবর্ত্তক জগদানন্দকে বন্দনা করি ॥ ৪২ ॥

মানবগণের গৃহে গৃহে বাঞ্ছিত বিষয় ফলিত হয় অতএব কাম্য কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে অর্থাৎ রামকৃষ্ণকে লোকে ভজনা করে ॥৪৩॥

হে শত্রুবিনাশকারিন্! শক্তিশালিন্! আমাদিগকে শক্তি প্রদান করুন। হে শত্রু-তেজঃক্ষয় কারিন্! হে তেজস্বিন্! আমাদিগকে তেজঃ প্রদান করুন্ ॥ ৪৪ ॥

অপূর্ব্ব ভক্তিযোগে মানব আপনার কৃপা লাভ করে, বহুজন্মের তপস্যার ফলে ঈদৃশ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৪৫॥

আপনি সাধক সিদ্ধিপ্রদ, সাধ্য, জন্মমৃত্যু নিবর্ত্তক, শুদ্ধভাবপ্রদ এবং নিত্য, এমন কি মুনিদিগের ও সিদ্ধিদান কারী ॥৪৬॥

সাধকগণ অমর শ্রেষ্ঠ সেই রামকৃষ্ণকে সিদ্ধিস্বরূপ বলিয়া মনে করে অতএব সমস্ত সাধক নির্ম্মল বিগ্রহ সেই রামকৃষ্ণদেবকে স্তব করিয়া থাকেন ॥৪৭॥

যাঁহার ধ্যান করিয়া সিদ্ধগণ অলৌকিক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় অতএব লোক, স্বকার্য্য সাধনমানসে পরমভক্তি সহকারে তাঁহাকে সেবা করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

যেমন সূর্য্য একস্থানে অবস্থান করিয়া স্বীয় প্রভা দ্বারা সমগ্র বিশ্ব উদ্ভাসিত করেন, তেমন গুরু একস্থানে স্থিত হইয়া শিষ্যমণ্ডলীর চিত্ত জ্ঞানালোকে সন্দীপিত করেন ॥৪৯॥

আকাশে সূর্য্যের ন্যায় নানাশক্তি ধারণ করিয়া ভক্তি-পথপ্রদর্শক-প্রভু শিষ্যদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

শুদ্ধভক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় অনন্যচিত্ত ও ভক্তি-যুক্তমানসে সাধকগণ সর্ব্বদা যে দেবতাকে ভজনা করে ॥ ৫১ ॥

ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর যাবৎ নানাতীর্থে পরিভ্রমন করতঃ বহু সাধুর সহিত পূর্ব্বে ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছিলেন ।। ৫২ ।।

ইনি অনেক দেশে সমাগত হইয়া অনেক বিপথগামী লোকদিগকে সত্বাবলম্বী প্রেমদ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন ॥৫৩॥

প্রভু রামকৃষ্ণ শ্রীহট্ট জিলান্তর্গত বিথঙ্গল গ্রামে শিষ্যগণ বিমণ্ডিত মনোরম স্থান নির্ম্মাণ করেন ॥ ৫৪ ॥

প্রেমভক্তিরস প্লাবিত, গোগণ সেবিত, নানা পক্ষি-পরিব্যাপ্ত, অপূর্ব্বচিৎঘন, উৎকৃষ্ট এবং ভক্তচিত্তাকর্ষণ বিধায়ক দেবদুর্ল ভ স্থানে অবস্থান করতঃ বহুকাল যাপন করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥

প্রেম সহকারে ভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা সর্ব্বদা স্বধর্ম্মে অবস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ প্রভু বিথঙ্গল গ্রামে শক্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক সেখান হইতে অন্তর্হিত হয়েন ।। ৫৭ ।।

তিনি সগুণ ও নির্গুণ এবং ভক্তের হৃদয়ে বর্ত্তমান বাক্য দ্বারা রামকৃষ্ণের বর্ণনা করিবার শক্তি নাই ॥ ৫৮ ॥

তবে রামকৃষ্ণের প্রসাদে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে সমর্থ হইতেছি। প্রভু সর্ব্বসাধারণের চিত্তে যেই অপূর্ব্বভাব নিহিত করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

সেই ভাব বাক্য দ্বারা বর্ণনা করিতে আমার সামর্থ্য নাই। রামকৃষ্ণের কৃপা প্রভাবে রসনা রস ধারাবর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু যদি তাঁহার কৃপা বর্ষিত না হয় তাহা হইলে রসনা কঠিনাত্মিকা হয়। রসনা অশ্রাব্য বর্ষণ করিতে পারে সেই জন্য তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥

হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে ভক্তচিত্তকর্ষণ! দয়ানিধে! চিত্তে রসভাব ও দয়া প্রদান কর ॥ ৬২ ॥

হে দয়াধীশ। কৃপা পূর্ব্বক জীবগণকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর! হে দেব! তুমি বিনা আমাদের গতি নাই। সম্প্রতি আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ৬৩ ॥

এই জগতে যে যে শ্রেষ্ঠ কার্য্য বর্ত্তমান আছে, সেই সেই কার্য্য রামকৃষ্ণের প্রসাদে সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

যাহারা নিরন্তর ভক্তিভাবে রামকৃষ্ণকে স্মরণ করে তাহারা এই ধরাতলে অপূর্ব্ব সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬৫ ॥

যাহাদের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদা সনাতন রামকৃষ্ণে অনুরক্ত তাহাদের সিদ্ধি করতলস্থ। এই বাক্য সত্য, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৬৬ ॥

রামকৃষ্ণ রাজাধিরাজসমূহের শিরোমণি। ইনি ইহকালে এবং পরকালে ও বাহিরে এবং অভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছেন ॥ ৬৭ ॥

রামকৃষ্ণের ভক্তগণ পবিত্রদেহবিশিষ্ট, বিশুদ্ধচিত্ত সম্পন্ন, ও মহাপুরুষ, বহুজন্মের তপস্যার ফলে লোক তাহার ভক্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

যাহারা তাঁহার ভক্ত তাঁহারাই জগতে ধন্য, গুণিগণের মান্য, মুনি-সদৃশ-সিদ্ধি-সম্পন্ন, এবং পৃথিবীতে সৌভাগ্যের আকর হয় ॥ ৬৯ ॥

উপায়হীন লোক যদি রামকৃষ্ণকে স্মরণ করে, তাহা হইলে রামকৃষ্ণের অনুগ্রহে তাহার শত শত উপায় সমুপস্থিত হয় ॥ ৭০ ॥

ইহা আমরা প্রতিদিন অবলোকন করিতেছি, ইহা সত্য। অতএব মানবগণ শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভক্তির সহিত তোমাকে ভজনা করে ॥ ৭১ ॥

পূতান্তঃকরণ ও শুদ্ধভাববিভূষিত হইয়া, ভক্তিমুক্তি প্রদাতা সর্ব্বকামপ্রদ প্রভু রামকৃষ্ণের সেবা কর ।। ৭২ ॥

যিনি সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত মহাভাবে অবস্থিত, সেই দেব মুনিগণেরও ধ্যেয় ; মানুষদিগের কথা আর কি বলিব ॥ ৭৩ ।।

দেবালয় সুশিষ্যগণ পরিবৃত, সুসজ্জিত এবং সুমিষ্ট ভোগ্যসামগ্রীপরিপূর্ণ ও সর্ব্বদাই মহানন্দপ্রদ ॥ ৭৪ ॥

সেই স্থানে ফলবান্ বৃক্ষসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং সেই স্থানটী লতারাজি সমাকীর্ণ, সুগন্ধবায়ু সেবিত ও বহুবিহগমণ্ডিত ॥ ৭৫ ॥

সেবালয়ে শুদ্ধভাব প্রণোদিত ভক্তগণের দর্শনে. কোন্ শুদ্ধচিত্তের হৃদয়ে ভক্তির উদয় না হয় ।। ৭৬ ॥

তাহাদের দর্শন মাত্রই লোকসমূহ পাপমুক্ত হয় অতএব রাগদ্বেষবর্জ্জিত ভক্তগণ ধন্য ॥ ৭৭ ॥

প্রভূতপ্রাসাদশোভিত এবং গাভীবৎসবিমণ্ডিত বিথঙ্গল এই নামে খ্যাত গ্রাম ভক্তগণের ফলদায়ক ॥৭৮॥

যেখানে বড় বড় পাকপাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং পাচকগণ কর্ত্তৃক বহু অন্ন পক্ক হইয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥

তথায় অসংখ্য রসাল ব্যঞ্জন, উৎকৃষ্ট ও আশ্চর্য্য পায়স পরিপাচিত হইয়া থাকে ॥ ৮০ ॥

রামকৃষ্ণশব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য মনোরম অর্থ রামকৃষ্ণে নিশ্চয়ই প্রতিভাত হয় ॥ ৮১ ॥

রামকৃষ্ণাখ্য এই সার্থক শব্দ যে প্রতিদিন বারম্বার স্মরণ করে সে জগতে ধন্য, মহান্, স্ববংশের উদ্ধারকারক এবং তাহার পিতা মাতা ধন্য এবং কুলও ধন্য ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥

যে বংশে গৃহ-ত্যাগী, স্ত্রীসংসর্গ-পরিত্যাগী, কামভাব বিবর্জ্জিত, মহাযোগী বৈষ্ণব জাত হইয়াছে, সেই বৈষ্ণব জগতের পূজ্য এবং দেবতাদিগের দুর্লভ। তাহার পাদ পদ্মের ধূলিদ্বারা পৃথিবী পবিত্রা হন ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥

বহুজন্মার্জ্জিতপুণ্যের ফলে বংশে বৈষ্ণব জাত হয়। তাঁহার দর্শন করিলে কৃষ্ণভক্তিরসাত্মকপ্রেম জন-সাধারণের চিত্তে উদিত হয় ॥ ৮৬ ॥

যাহাতে সর্ব্বদা ভগবৎপ্রেম পরিলক্ষিত হয় তিনি পৃথিবীতে কৃতকৃত্য নরোত্তম ॥ ৮৭ ॥

মনুষ্য যাহাকে দর্শন করতঃ আনন্দসলিলে মগ্ন হয়, পৃথিবীতে সেই কৃষ্ণদাস, কারণ তাহার চিত্তে শ্রীহরি বিরাজ করেন ॥ ৮৮ ॥

যে বিদ্বান্ বিষ্ণুকে বিশেষরূপে জানে সেই রজোগুণ ও তমোগুণশূন্য, শুদ্ধসত্বগুণবিভূষিত উত্তম বৈষ্ণব ॥৮৯॥

যাহাতে রজোগুণ অথবা তমোগুণের ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে সে প্রকৃত বৈষ্ণব নহে, যাহাতে কৃষ্ণরস রহিয়াছে সেই পরম বৈষ্ণব ॥ ৯০ ॥

যৎকর্ত্তৃক সর্ব্বদা হরি ধ্যেয়, পূজ্য, সেব্য, সে বৈষ্ণব পদবী লাভ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করে ॥ ৯১ ॥

অল্পতপস্যার ফলে কেহই শ্রীহরির পদ প্রাপ্ত হইতে পারে না। কোটিজন্মের তপস্যার ফলে সেই পদ নিশ্চয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৯২ ॥

রামকৃষ্ণচরিত্রসম্বন্ধীয় এই পবিত্র মাহাত্ম্য যে শ্রবণ করে অথবা শ্রবণ করায় সে উত্তম ভক্তি লাভ করে ॥ ৯৩ ॥

প্রভাতসময়ে, মধ্যাহ্নসময়ে সন্ধ্যাসময়ে, এবং রাত্রিতে যাহারা এই স্তব পাঠ করে, তাহারা সাধকশ্রেষ্ঠ ॥ ৯৪ ॥

রামকৃষ্ণ প্রভুর ধ্যান করতঃ শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক অনন্যচিত্ত হইয়া স্তোত্র পাঠ করিবে ॥ ৯৫ ॥

মহাফলপ্রদ ভক্তিমুক্তিপ্রদায়ক রামকৃষ্ণ এই উৎকৃষ্ট চারিটী অক্ষর প্রথম জপ করিবে ॥ ৯৬ ॥

পুত্রহীন পুত্রলাভ করে, ধনহীন ধনবান্ হয়। রোগী রোগ হইতে বিমুক্ত হয় এবং বদ্ধলোক বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে ॥ ৯৭ ॥

অতএব জ্ঞানীলোক অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত বহু বিঘ্নসমাকীর্ণ বহু বিপদ্ উপস্থিত হইলে, ইহা জপ করিবে ॥ ৯৮ ॥

রামকৃষ্ণের প্রসাদে প্রত্যক্ষ ফলসিদ্ধি জন্মে। প্রত্যেককার্য্যে রামকৃষ্ণের অনুগ্রহই একমাত্র কারণ ॥৯৯॥

ইহা রসভাবুক মানবগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। অতএব রামকৃষ্ণ সর্ব্বদা ধ্যেয়, পূজ্য ও স্মরণীয় ॥১০০॥

যেমন ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞসূত্র সর্ব্বদা ধার্য্য, তেমন রামকৃষ্ণ এই নাম ভক্তিমান্ দিগের ধার্য্য ॥ ১০১ ॥

বিশেষতঃ রামকৃষ্ণাশ্রিতভক্তদিগের এই মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ পাঠ, শ্রবণ ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১০২ ॥

কলিতে রামকৃষ্ণদেবকে যে ভজনা করে তাহার গৃহে লক্ষ্মী সর্ব্বদা নিশ্চলা হইয়া অবস্থান করেন ।। ১০৩ ।।

তাঁহার কণ্ঠে মধুবর্ষিণী ও সুখদায়িনী বাণী বিরাজ করে, অতএব আধিব্যাধিবিনাশের জন্য কলিযুগে সেই মহাপ্রভুকে ভজনা কর ।। ১০৪ ।।

পূর্ব্বে পৃথিবীতে প্রভুর যেখানে যেখানে বাস ছিল সেই সেই স্থানের স্মরণমাত্রই লোক পবিত্রতা লাভ করে ।। ১০৫ ।।

পৃথিবীতে রামকৃষ্ণের প্রসাদে অলৌকিক শক্তি জন্মে, ইহা সকলেই স্বীকার করে ও কীর্ত্তন করে ॥১০৬॥

এই অষ্টোত্তরশত শ্লোকময় স্তোত্র অনন্যচিত্ত হইয়া পাঠ করিলে রামকৃষ্ণের প্রিয় হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে শোভা পাইবে ॥ ১০৭ ॥

এই স্তোত্র জনগণের বিশেষতঃ মহাত্মা শিষ্যদিগের উত্তম স্বস্ত্যয়নস্বরূপ, এবং ইহা মঙ্গলপ্রদ, ইহা যাহার গৃহে বিদ্যমান সে জগতে ধন্য ॥ ১০৮ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রের অনুবাদ সমাপ্ত।

অথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগোস্বামিনস্তত্ত্বাষ্টকং।

শ্রীহট্টদেশবাসিনাং কৃপয়াবির্বভূব যঃ।
রামকৃষ্ণাভিধং বন্দে রামকৃষ্ণাত্মকং প্রভুং ॥১॥

শ্রীহট্ট দেশবাসির প্রতি করুণাপ্রকাশার্থ যিনি তদ্দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, রাম ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ আত্মাস্বরূপ সেই রামকৃষ্ণনামক প্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ জনঃ সর্ব্বানবাপ্নুয়াৎ।
বাঞ্ছিতার্থপ্রদং নিত্যং রামকৃষ্ণাভিধং ভজে ॥ ২ ॥

যে মহাত্মার স্মরণমাত্রেই মনুষ্যগণের সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয়, বাঞ্ছাকল্পতরুস্বরূপ, শ্রীরামকৃষ্ণাখ্য সেই মহাপুরুষকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ২ ॥

ধন্বন্তরিস্তু রোগিনাং নিঃস্বানামর্থদঃ স্বয়ং।
রামকৃষ্ণৌ যথার্থিনাং রামকৃষ্ণস্তথাভবৎ ॥ ৩ ॥

যিনি রোগীদিগের নিমিত্ত সাক্ষাৎ ধন্বন্তরির ন্যায় রোগ হরণ করেন এবং দরিদ্রদিগকে প্রচুর অর্থদানে দারিদ্র্য নাশ করিয়া তাহাদিগকে ধনাঢ্য করেন। (কৃষ্ণ

ও বলরাম যেমন সুদামা ব্রাহ্মণের দরিদ্রত্ব নাশ করিয়া তাহাকে ধনী করিয়াছিলেন সেই প্রকার) যাচকদিগকে এই মহাত্মা রামকৃষ্ণ ও প্রচুর অর্থদান করিতেন ।। ৩ ।।

তৎসম্প্রদায়ভাজো যে বৈষ্ণবাস্তে নিসর্গতঃ।
বাল্যমারভ্য সন্ন্যাসাঃ প্ররূঢ়ধর্ম্মশালিনঃ ॥ ৪ ॥

যে বৈষ্ণবগণ রামকৃষ্ণের সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব হইতে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহারা বাল্যকাল হইতে স্বভাবত প্রকৃষ্টধর্ম্মশালী হইয়া থাকেন ।। ৪ ।।

তান্ মন্যে স্বসখীন্ পূর্ব্বান্ যশ্চাবতারয়ন্ স্বয়ং।
স্বঞ্চাবতারয়ন্ নিত্যং ব্যহরৎ তৈঃ সহ প্রভুঃ ।। ৫ ।।

উক্ত বৈষ্ণবগণকে সাক্ষাৎ সেই দ্বাপর যুগের শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শ্রীদাম সুদামাদিরূপে অনুমান করা কর্ত্তব্য, কারণ ভগবানের পারিষদ্‌গণ নিত্য এই নিমিত্ত কলিকালেও তাঁহার সঙ্গে বিহার করিতেছেন ।। ৫ ।।

বিধিনা যমুপাস্যৈব রামকৃষ্ণাববাপ্নুয়াৎ।
তৌ ন ভিন্নৌ ততস্তাভ্যাং রামকৃষ্ণমহং নুবে ॥৬॥

রামকৃষ্ণমহাত্মাকে বিধিমত উপাসনা করিলে ব্রজের রামকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। ব্রজের রামকৃষ্ণ হইতে তিনি ভিন্ন নহেন। মহাত্মা রামকৃষ্ণ হইতে রাম ও কৃষ্ণ দুইভ্রাতা ভিন্ন নহেন। অতএব রামকৃষ্ণ প্রভুকে আমি স্তব করি ॥ ৬ ॥

রামকৃষ্ণৌ চিন্তয়েৎ যস্তং ধ্যায়েম সদা বয়ং।
ভক্তিরসপ্রদাতারং রামকৃষ্ণং বিভুং প্রভুং ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি রাম ও কৃষ্ণকে ধ্যান করে আমরা সর্ব্বদা তাহাকে ধ্যান করি এবং ভক্তিরস প্রদানকারী প্রভু রামকৃষ্ণকে ধ্যান করি ॥ ৭ ॥

রামেন রামভক্তাংশ্চ কৃষ্ণেন কৃষ্ণভক্তকান্।
রময়ন্ কর্ষয়ন্ দেবঃ রামকৃষ্ণাভিধং দধৌ ॥ ৮ ॥

রাম নামে রামভক্ত, কৃষ্ণনামে কৃষ্ণভক্তদিগকে রমণ ও কর্ষণকরে বলিয়া উক্ত দেব রামকৃষ্ণ নামধারণ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বাষ্টকং সম্পূর্ণং।



(ভগবৎভক্তের প্রয়োজনীয় বিষয়)

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

১ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায় ৩য় শ্লোক।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।

এই ভাগবত শাস্ত্র সর্ব্বপুরুষার্থ প্রদায়ক, বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল, শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অবনী মণ্ডলে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে। অতএব হে রসজ্ঞগণ! হে রসবিশেষভাবনাচতুর পুরুষসকল! অমৃতদ্রবসংযুক্ত রসময় এই ফল মোক্ষ পর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ পান কর।

১ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়—১৪ শ্লোক।

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ং॥

ঘোর সংসারে পতিত ব্যক্তি বিবশ হইয়াও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে, সংসার হইতে সদ্যঃ মুক্তি প্রাপ্ত হয় এবং ভয় স্বয়ং যাহা হইতে ভয় পায়।

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ
সদ্যঃ পুনন্ত্যপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥১৫॥

যাঁহার চরণদ্বয় আশ্রয় করাতে শমভাজন মুনিগণ উপস্পর্শ অর্থাৎ সান্নিধ্যমাত্রে লোককে সদ্যঃ পবিত্র করিয়া থাকেন। গঙ্গাসলিল ভগবানের চরণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু অবগাহনাদি না করিলে তাহা হইতে পবিত্রতা লাভ হয় না।

কোবা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণঃ।
শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদযশঃ কলিমলাপহং ॥ ১৬ ॥

সেই ভগবানের কর্ম্ম সকল, পুণ্যশ্লোকমানবেরা সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন, শুদ্ধিকাম অর্থাৎ আমি পবিত্র হইব বলিয়া কোন্ ব্যক্তি কলিকলুষনাশক তাঁহার যশঃ শ্রবণ না করিবে।

তস্য কর্ম্মাণ্যুদারাণি পরিগীতানি সূরিভিঃ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি লীলাবশতঃ ব্রহ্মরুদ্রাদি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি লয় প্রভৃতি উদার কার্য্য সকল করিয়াছেন, যাহা নারদাদি জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা গান করিয়া

থাকেন, তাহা শুনিবার জন্য আমাদের মহতী শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, অতএব আমাদিগকে শ্রবণ করাও।

অথাখ্যাহি হরেধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলা বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া ॥ ১৮ ॥

হে বুদ্ধিমন্। ভগবানের শুভ অবতার কথা সকল বর্ণন কর। তিনি ঈশ্বর, বোধ হয় আত্মমায়ায় স্বেচ্ছানুসারেই অবতার লীলা করিয়াছিলেন।

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ১৯ ॥

সূত। আমরা যাগ প্রভৃতিতে তৃপ্ত হইয়াছি সত্য কিন্তু উত্তমশ্লোক ভগবানের চরিত্র শ্রবণে এই পর্য্যন্তই অধিক ইহা বলিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হই নাই, কেননা রসজ্ঞাদির হরিচরিত্র শ্রবণ করিতে করিতে পদে পদে স্বাদু হইতেও স্বাদু হইয়া থাকে, ইক্ষু চর্ব্বনের ন্যায় রসান্তর উৎপন্ন হয়।

কৃতবান্ কিল কর্ম্মাণি সহ রামেন কেশব।
অতিমর্ত্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥ ২০ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গূঢ় এবং কপট মনুষ্য হইয়া গোবর্দ্ধন

ধারণ প্রভৃতি ভূরি ভূরি মানবদেহের অসাধ্য কার্য্য সকল করিয়াছিলেন। তৎসমুদায় ও বর্ণন কর।

কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ম্।
আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণা হরেঃ ॥ ২১ ॥

হে সূত। কলি যুগ উপস্থিত দেখিয়া তদ্ভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি মানসে বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকাল সাধ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতঃ উপবিষ্ট আছি, তোমার বর্ণিত হরিকথা শুনিতে এক্ষণে আমাদের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাং।
কলিং সত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবং ॥ ২২ ॥

আমরা পুরুষদিগের সত্বনাশকদুস্তর কলিসাগর উত্তীর্ণ হইতে মানস করিতেছিলাম এ সময়ে যে কর্ণধার সদৃশ তোমার দর্শন পাইলাম, বোধ হয় ঈশ্বরের অনুগ্রহেই সম্পন্ন হইল। অজামিল

৬ষ্ঠ স্কন্ধ, ১ম অধ্যায় ৫২ শ্লোক।

অয়ং হি শ্রুতসম্পন্নঃ শীলবৃত্তগুণালয়ঃ।
ধৃতব্রতো মৃদুর্দান্তঃ সত্যবাঙ্ মন্ত্রবিচ্ছুচিঃ ॥

হে দেবগণ! এই ব্রহ্মকুলোদ্ভব অজামিল প্রথম বয়সে শ্রুত সম্পন্ন, মৃদু, সুস্বভাব এবং সদাচারবিশিষ্ট হওয়াতে ক্ষমাদি বিবিধ গুণের আলয় ছিল। ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক সতত ব্রতধারী হইয়া থাকিত, ইহার তুল্য সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ ও শুচি অন্য কেহ ছিল না।

গুর্ব্বগ্ন্যতিথিবৃদ্ধানাং শুশ্রূষুরনহঙ্কৃতঃ।
সর্ব্বভূতসুহৃৎ সাধুর্মিতবাগনসূয়কঃ ॥ ৫৩ ॥

এই ব্যক্তি অহঙ্কার শূন্য হইয়া গুরু, অগ্নি, অতিথি, বৃদ্ধ ইত্যাদির সেবা করিত, সকল প্রাণির সঙ্গে ইহার সৌহৃদ্য ছিল, বিশেষতঃ এ সাধু, পরিমিত ভাষী এবং অনসূয়ু ছিল অর্থাৎ কখন কাহারও গুণে দোষারোপ করিত না।

(নামমাহাত্ম্য) ১০ শ্লোক।

সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতং।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥

সকল পাপীর ইহাই (নারায়ণ নামই) শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, যেহেতু নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র তাহাদের বিষয়ে ভগবানের মতি হয় অর্থাৎ তিনি মনে করেন এই নাম উচ্চারক ব্যক্তি আমার পুরুষ, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য।

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈ র্ব্রহ্মবাদিভিস্তথা
বিশুদ্ধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নাম পদৈরুদাহৃতৈ
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকং॥ ১১॥

অহে যম দূত সকল! মন্বাদি ব্রহ্মবাদি মুনিগণ পাপ নিষ্কৃতি নিমিত্ত যে সকল ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাহাতে পাপী ব্যক্তি তদ্রূপ শুদ্ধ হইয়া থাকে; অপিচ নামোচ্চারণে পাপনাশ ভিন্ন অন্যফলও জন্মিয়া থাকে। যেহেতু নামোচ্চারণে উত্তম শ্লোক ভগবানের গুণ সকল প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পাপক্ষয় মাত্রে পরিক্ষীণ হয় না।

নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেপি নিষ্কৃতেঃ।
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে॥
তৎকর্ম্ম নির্হারমভীপ্সতাং হরে।
গুণানুবাদঃ খলু সত্ব ভাবনঃ॥ ১২॥

দ্বাদশাব্দাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ নিষ্কৃত হয় সত্য, কিন্তু যদি অসৎ পথে পুনরায় মন ধাবমান হয়, তাহা হইলে ঐ প্রায়শ্চিত্ত একেবারে পাপের শোধক হইতে পারে না, অতএব যাঁহারা একেবারে মূলোৎপাটন

করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে ভগবান্ হরির গুণ কীর্ত্তনই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত, যে হেতু এক ভগবানই চিত্ত সংশোধক।

অথৈনং মাপনয়ত কৃতশেষাঘনিষ্কৃতং।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মানঃ সমগ্রহীৎ॥ ১৩॥

অতএব এ ব্যক্তিকে (অজামিলকে) পাপ মার্গে লইয়া যাইও না, ইহার পাপ সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে, যে হেতু এ ব্যক্তি মৃত্যুর সময় ভগবান নারায়ণের নাম সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ ১৪॥

হে যমদূত গণ! যদিচ এ ব্যক্তি মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র নারায়ণকে আহ্বান করিয়াছিল, সাক্ষাৎ ভগবন্নাম উচ্চারণ করে নাই সত্য কিন্তু নামের এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে পুত্রাদির সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, গীতালাপ পূরণার্থেই হউক, অথবা অবজ্ঞাক্রমেই হউক ভগবান নারায়ণের নাম যে কোন রূপেই গ্রহণ করিলে তাহাতেও অশেষ কলুষের সংক্ষয় হয়॥ ১৪॥

পতিতঃ স্খলিতোভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাং ॥১৫॥

অপিচ এ ব্যক্তি সঙ্কল্প না করিয়া স্নেহাকুলচিত্তে পুত্রকে আহ্বান করিয়াছিল, তাহাতে ভগবন্নামগ্রহণ কিরূপে হইল! এমন বলিতে পার না। অহে দূতগণ! নাম মাহাত্ম্য অধিক আর কি বলিব! উচ্চ গৃহাদি হইতে পতিত, অথবা যাইতে যাইতে স্খলিত কিম্বা ভগ্ন গাত্র, অথবা সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট কিম্বা জ্বরাদি রোগে সন্তপ্ত অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেষেও যে কোন পুরুষ যদি "হরি" এই শব্দটি উচ্চারণ করে তাহার কখনও নরক যাতনা ঘটে না ॥১৫॥

গুরূণাঞ্চ লঘূনাঞ্চ গুরূণিচ লঘূনিচ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ ॥১৬॥

অহে যাম্যগণ! তোমাদের মনে এরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে গুরুতর পাপের গুরুপ্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় এ ব্যক্তি কেবল নাম উচ্চারণ করিয়াছে ইহাতে কিরূপে পাপ সমুদায় বিনষ্ট হইতে পারে, এ বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত এই, মন্বাদি মহর্ষিগণ পাপসকলের গুরুত্ব লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া গুরুপাপের গুরুপ্রায়শ্চিত্ত, লঘু পাপের

লঘু প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি যাহা কহিয়াছেন তদ্বিষয়ে সেই ব্যবস্থাই বটে, কিন্তু হরি নামে এরূপ ব্যবস্থা নহে, ইহা কেবল স্মরণমাত্রে পাতকী পাপসমুদায় হইতে মুক্ত হয় ॥১৬॥

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া ॥১৭॥

অপর মন্বাদিমুনিদিগের কথিত তত্তদ্ব্রত, দান, তপস্যাদির দ্বারা তত্তৎ পাপেরই শোধন হয়। কিন্তু পাপ-কারির অধর্ম্ম জন্য যে মলিন হৃদয় অথবা কৃত পাপের যে সূক্ষ্মরূপ সংস্কার তাহা শোধিত হইতে পারে না। পরন্তু ভগবানের অঙ্ঘ্রি সেবায় অর্থাৎ হরিনাম কীর্ত্তনে পাপ বাসনারও শোধন হইয়া থাকে। অতএব অন্যান্যপ্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা হরিনাম কীর্ত্তনই প্রধান প্রায়শ্চিত্ত ॥১৭॥

অজ্ঞানাদথবাজ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥১৮॥

এ স্থলে এ ব্যক্তি পাপের প্রায়শ্চিত্ত মনে হরিনাম উচ্চারণ করে নাই বলিয়াও আপত্তি হইতে পারে না যেহেতু অজ্ঞানতই হউক, আর জ্ঞানতই হউক, উত্তম

শ্লোক ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে যেমন অগ্নি, কাষ্ঠ রাশি দগ্ধ করে তদ্রূপ তাহা পাপ সকলকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে ॥১৮॥

যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোপ্যুদাহৃতঃ ॥১৯॥

অহে যমদূতগণ! এ ব্যক্তি কোন ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষের নিকট উপদিষ্ট হয় নাই, এবং নামোচ্চারণ সময়েও ইহার শ্রদ্ধা ছিল না, ইহাতে ইহা কর্ত্তৃক হরিনাম কীর্ত্তন কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইয়া পাপ নাশক হইবে; এরূপ আশঙ্কা করিও না, যেমন কোন ব্যক্তি না জানিয়াও যদৃচ্ছাক্রমে অতিশয়বীর্য্যবৎ ঔষধ ভক্ষণ করিলে সেই ঔষধ আপনার গুণ অর্থাৎ আরোগ্য দর্শাইয়া থাকে, তেমনি হরিনামরূপমন্ত্র অজ্ঞানতঃ উচ্চারণ করিলে আপনার কার্য্য অবশ্যই করে। ইহার কারণ এই যে, বস্তুশক্তি কখনও শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না ॥ ১৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

অপি কীটপতঙ্গানাং সর্ব্বেষাং মুক্তিদেহিনাং।
মুক্তিক্ষেত্রমিদং প্রাপ্তং বৈষ্ণবদ্বেষিনং বিনা।। ১ ।।

বৈষ্ণববিদ্বেষীবিনা কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সকল মুক্তি দেহির ইহা মুক্তি ক্ষেত্র ॥১॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে, কৃষ্ণংপ্রতি অর্জ্জুনবাক্যং।
ভক্তানাং লক্ষণং কৃষ্ণ কথয়স্ব পুনঃ পুনঃ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ভক্তানাঞ্চ মহত্বতাং ॥২॥

অর্জ্জুন বলিলেন। কৃষ্ণ! ভক্তের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ বর্ণন কর, তৎসমস্ত শুনিতে ইচ্ছুক ॥২॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

অস্মাকং বান্ধবা ভক্তা ভক্তানাং বান্ধবোপ্যহং।
অস্মাকং গুরবোভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্ ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। ভক্ত আমার বন্ধুগণ ভক্তদিগের বন্ধু, আমি আমার গুরু ভক্ত, ভক্তগণের গুরু আমরা ॥৩॥

আদি পুরাণে শ্রীভগবদ্বাক্যং।

তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্র নাস্তি হরিপ্রিয়ঃ।
তদ্দেশং সফলং মন্যে যত্রাস্তে ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥৪॥

আদি পুরাণে শ্রীভগবানের বাক্য। যে দেশে হরি ভক্ত নাই সেই দেশ পতিত মনে করি, যে দেশে ভক্ত আছে তাহাকে সফল মনে করি ॥৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং সচ পূজ্যো যথাহ্যহং ॥৫॥

শ্রীভগবানের বাক্য। চতুর্ব্বেদী আমার ভক্ত নহে আমার প্রিয় চণ্ডালও ভক্ত, তাহাকেই দেবে, তাহা হইতেই গ্রহণ করিবে, আমি যেমন পূজনীয় আমার ভক্তও তেমন পূজনীয় ॥৫॥

পদ্মপুরাণে।

ত্রিকোটিরর্দ্ধকোটীচ তীর্থানি ভুবনত্রয়ে।
বৈষ্ণবস্যাঙ্ঘ্রিতোয়েন কোটিভাগেপি নোপমা ॥৬॥

ত্রিভুবনে ত্রিকোটী বা অর্দ্ধকোটিতীর্থ বৈষ্ণবের চরণামৃতের সহিত কোটীভাগও উপমা হয় না ॥৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

মূহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তার্দ্ধং যত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং তত্তীর্থং তত্তপোবনং ।৭।

যে স্থানে বৈষ্ণবগণ মুহূর্ত্তার্দ্ধকাল অবস্থান করেন সত্য সত্য পুনঃ সত্য তাহাই তীর্থ তাহাই তপোবন ॥৭॥

পদ্মপুরাণে।

হরিনামপরোযস্তুবিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ।
কৃষ্ণমন্ত্রং যোগৃহ্নাতি বিষ্ণুং জানাতি স বৈষ্ণবঃ ॥ ৮ ॥

যিনি হরিনাম পরায়ণ ও বিষ্ণু পূজা পরায়ণ অথবা বিষ্ণু মন্ত্র গ্রহণ করেন সেই বৈষ্ণবই বিষ্ণুকে জানেন ॥৮॥

পদ্যাবলী

বিষ্ণোর্নাম্নৈব পুংসঃ শমলবমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ।
ব্রহ্মাদিস্থানভোগাদ্ বিরতিমথ গুরোঃ শ্রীপদদ্বন্দ্বভক্তিম্।
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহ মৃতিজননভ্রান্তিবীজঞ্চ দগ্ধ্বা।
সম্পূর্ণানন্দবোধে মহতি চ পুরুষং স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তম্ ॥১॥

বিষ্ণুর নামই লোকের পাপ বিনাশ, পুণ্য সঞ্চয়, ব্রহ্ম লোক প্রভৃতি পুণ্যস্থানের সম্ভোগ হইতে বিরতি ও গুরুর শ্রীপদযুগলে ভক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। এবং বিষ্ণুসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান এই সংসারে মৃত্যু ও জন্মের ভ্রান্তির বীজ দগ্ধ করিয়া মানুষকে পূর্ণানন্দে সংস্থাপন করতঃ নিবৃত্ত হয় ॥ ১ ॥

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥২॥

চৈতন্যরসবিগ্রহ কৃষ্ণ নাম ও নাম ধারী এই উভয়ের অভিন্নতা বশতঃ কৃষ্ণনাম রূপ চিন্তামণিই চৈতন্যরস বিগ্রহই নিত্যমুক্ত, পূর্ণ ও শুদ্ধ কৃষ্ণ ॥২॥

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ ৩ ॥

এই কৃষ্ণ নাম অতীব সুমধুর মঙ্গলসমূহের মঙ্গল-স্বরূপ এবং সমস্ত বেদবল্লীর চিৎস্বরূপ ফল। হে ভৃগুবর! এই কৃষ্ণনাম হেলায় বা শ্রদ্ধায় একবারও যদি উচ্চারণ করা যায়, তা হলে মানুষমাত্রকেই ত্রাণ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাং ॥ ৪ ॥

মহদ্ব্যক্তি সকল পুণ্যযশা মুরারির যে পদ পল্লবতরী পূজা করিয়া থাকেন, যাঁহারা সেই তরী আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সমক্ষে ভবসাগর গোষ্পদের ন্যায়। তাঁহারা পরম-পদ বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারেন, বিপদের আশ্রয় সংসার রূপ কারাগারে আর তাঁহাদিগকে আসিতে হয় না ॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ধ্যান।

পীনাঙ্গং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণং।
মনোরমং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননং॥
শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষিতং।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতং॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ।
সেব্যমানং মহাচারু কোটিসূর্য্যসমপ্রভং॥
ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদং।
ইতি ধ্যাত্বা যথাবিধি পূজাং সমাপ্য।
প্রণমেৎ, যথা—

জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাধিনাশক॥
জয়াশেষজগদ্বন্দ্যপাদাম্বুজ নমোঽস্তুতে॥

শ্রীবলদেবের ধ্যান।

বলঞ্চ শুভ্রবর্ণাভং শারদেন্দুসমপ্রভং।
কৈলাসশিখরাকারং ফণাবিকটবিস্তরং॥
নীলাম্বরধরঞ্চোগ্রং বলং বলমদোদ্ধতম্।
কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং মহামুষলধারিণং॥
মহাবলং বলধরং রৌহিণেয়ং বলং প্রভুম্॥

প্রণাম—

প্রসন্নকরুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
চরাচর সমাকীর্ণা ধৃতা যেন বসুন্ধরা।
পরাপরাণাং পরম পরমেশ নমোঽস্তুতে॥

শ্রীসুভদ্রার ধ্যান।

সুভদ্রাং স্বর্ণপদ্মাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্।
বিচিত্রবস্ত্রসংচ্ছন্নাং হারকেয়ূরশোভিতাম্॥
বিচিত্রাভরণোপেতাং মুক্তাহারবিলম্বিতাম্।
পীনোন্নতকুচাং রম্যামাদ্যাং প্রকৃতিরূপিকাং॥
ভক্তিমুক্তি প্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়েত্তামম্বিকাং পরাম্।

প্রণাম—

জয় দেবি মহাদেবি প্রসীদ ভবভাবিনি।
কার্য্যাকার্য্যস্বরূপাণাং স্মরণানাঞ্চ কারিণী।
ধারণাং ধার্য্যমাণানাং ত্বামিদং প্রণমাম্যহং॥

শ্রীনৃসিংহ ধ্যানং।

কোপাদালোলজিহ্বং বিবৃতনিজমুখং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্রং।
পাদাদানাভিরক্তপ্রভমুপরিমিতং ভিন্নদৈত্যেন্দ্রগাত্রং।
শঙ্খং চক্রং সপাশাঙ্কুশকুলিশগদাদারুণান্যুদ্বহন্তং।
ভীমং তীক্ষ্ণোগ্রদংষ্ট্রং মণিময়বিবিধাকল্পমীড়ে নৃসিংহং।

প্রণাম—

উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং॥
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

উৎকলখণ্ডে

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্তব।

নমস্তুভ্যং নমোমহ্যং তুভ্যংমহ্যং নমোনমঃ।
অহং ত্বং ত্বমহং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরং॥ ১॥

মদাদিকমিদং সর্ব্বং মায়াবিলসিতং তব।
অধ্যস্তং ত্বয়ি বিশ্বাত্মন্! ত্বয়ৈব পরিণামিতং॥ ২॥

যদেতদখিলাভাসং ত্বত্তত্বাজ্ঞানসম্ভবং।
জ্ঞাতে ত্বয়ি বিলীয়েত রজ্জুসর্পাদিবোধবৎ ॥ ৩ ॥

অনির্বক্তব্যমেবেদং সত্বাসত্ববিবেকতঃ।
অদ্বিতীয়জগদ্‌ভাস স্বপ্রকাশ নমোঽস্তুতে ॥ ৪ ॥

বিষয়ানন্দমখিলং সহজানন্দরূপিণঃ।
অংশং তবোপজীবন্তি যেন জীবন্তি জন্তবঃ ॥ ৫ ॥

নিষ্প্রপঞ্চ নিরাকার নির্ব্বিকার নিরাশ্রয়ঃ।
স্থূলসূক্ষ্মাত্মমহিমন্ স্থৌল্যসৌখ্যবিবর্জিতঃ ॥ ৬ ॥

গুণাতীত গুণাধার ত্রিগুণাত্মন্ নমোঽস্ত তে।
ত্বন্মায়য়া মোহিতোহহং সৃষ্টিমাত্রপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

অদ্যাপি লভতে শর্ম্ম অন্তর্য্যামিন্ নমোঽস্ত তে।
ত্বন্নাভিপঙ্কজাজ্জাতো নিত্যং তত্রৈব সংস্তুবন্ ॥ ৮ ॥

নাতিক্রমিতুমীশোস্মি মায়ান্তে কোন্য ঈশ্বরঃ।
যথাহমণ্ডমধ্যেস্মিন্ রচিতঃ সৃষ্টিকর্ম্মণি ॥ ৯ ॥

তথা তল্লোককল্পিতব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মকোটয়ঃ।
সার্দ্ধত্রিকোটিসংখ্যানং বিরিঞ্চীনামপি প্রভো ॥ ১০ ॥

নৈকোঽপি তত্ত্বতোবেত্তি যথাহন্তে পুরঃস্থিতঃ।
নমোঽচিন্ত্যমহিম্নে তে চিদ্রূপায় নমোনমঃ ॥ ১১ ॥

নমো দেবাধিদেবায় দেবদেবায় তে নমঃ।
দিব্যাদিব্যস্বরূপায় দিব্যরূপায় তে নমঃ ॥ ১২ ॥

জরামৃত্যুবিহীনায় মৃত্যুরূপায় তে নমঃ।
জ্বলদগ্নিস্বরূপায় মৃত্যোরপিচ মৃত্যবে ॥ ১৩ ॥

প্রপন্নমৃত্যুনাশায় সহজানন্দরূপিণে।
ভক্তপ্রিয়ায় জগতাং মাত্রে পিত্রে নমোনমঃ ॥ ১৪ ॥

প্রপন্নার্ত্তিবিনাশায় তমস্তোমৈকভানবে।
নমোনমস্তে দীনানাং কৃপাসহজসিন্ধবে ॥ ১৫ ॥

পরায় পররূপায় পাপৌঘারাতয়ে নমঃ।
অপারপারভূতায় ব্রহ্মভূতায় তে নমঃ ॥ ১৬ ॥

পরমাত্মস্বরূপায় নমস্তে পরহেতবে।
পরস্পরাপরিব্যাপ্ত পরতত্ত্বপরায় তে ॥ ১৭ ॥

প্রণতার্ত্তিবিনাশায় নিত্যোদ্যোগিন্নমোঽস্তু তে।
পুরা যৎপ্রার্থিতং স্বামিন্ সৃষ্টিভারাবতারণে ॥ ১৮ ॥

তৎকুরুস্ব জগন্নাথ সহজানন্দরূপধৃক্।
ত্বয়ি প্রসন্নে কিং নাথ দুর্লভং মম বিদ্যতে ॥ ১৯ ॥

ত্বয়ৈবায়ং পৃথগ্লীলাভেদভিন্নঃ কৃপাম্বুধে।
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন জগৎকারাগৃহান্তরে ॥ ২০ ॥

ভ্রাম্যং ন দ্বারমাপ্নোতি ত্বামৃতে মুক্তিহেতবে ॥২১॥

নমোনমস্তে জগদেকবন্দ্য স্বরাস্বরাভ্যর্চ্চিতপাদপদ্ম।
নমোনমস্তাপহরৈকচন্দ্র নমোনমঃ সান্দ্রসোধৌঘমান্দ্র ॥২২॥

নমোনমঃ কম্পনদূরভূত দুষ্প্রাপকামপ্রদকল্পবৃক্ষ।
দীনাশরণ্যপ্রণৈতকদুঃখ সংঘোদ্ধৃতৌনিত্যসুবদ্ধপক্ষ ॥২৩॥

প্রসীদ জগতাং নাথ মগ্নানাং দুঃখসাগরে।
কটাক্ষলীলাপাতেন ত্রায়স্ব করুণাকর ॥২৪॥

ইতিব্রহ্মকৃত স্তবঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্তবের অনুবাদ।

হে বিশ্বাত্মন্! আপনাকে ও আমাকে বারম্বার নমস্কার, কারণ যে আমি সেই আপনি এবং যে আপনি সেই আমি; সুতরাং অভিন্নাত্মা আপনাকে ও আমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। আমি প্রভৃতি এই অখিল চরাচর জগৎই আপনার ভবদীয় মায়াবিলাস মাত্র। বস্তুতঃ ভবদীয় মায়া বলে উৎপাদিত সমুদয় বস্তুই একমাত্র আপনাতেই প্রতিফলিত হইতেছে। নাথ! ভবদীয়

তত্ত্বের অজ্ঞানবশতই অখিল পদার্থ প্রতিভাসিত এবং প্রকৃতরূপে আপনাকে জানিতে পারিলেই রজ্জু প্রভৃতি-তেও সর্পাদি ভ্রমের ন্যায় আপনা হইতেই বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ববিলুপ্ত হইয়া থাকে, তখন সমুদয়ই যে একমাত্র আপনি তাহা জানা যায়, জগতে কোন বস্তু সৎও কোন বস্তু অসৎ এরূপ বিশেষ.বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই অখিলবস্তুই যে কি, তাহা বাক্য দ্বারা কদাচ নির্দ্দেশ করা যায় না, বস্তুতঃ সকলই একমাত্র আপনি; অতএব হে অদ্বিতীয়! আপনিই জগৎরূপে প্রতিভাসিত ও স্বপ্রকাশমান্, আপনাকে নমস্কার। সমুদয় জন্তুগণই সহজ আনন্দরূপী আপনার অখিল বিষয়ানন্দকণা আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে। হে নিরাকার! আপনি নির্ব্বিকার ও নিরাশ্রয়, আপনাতে সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ প্রকাশমান্ হইলেও আপনি প্রপঞ্চাতীত এবং আপনার সূক্ষ্মতা বা স্থূলতা না থাকিলেও আপনি স্থূল সূক্ষ্ম মহান্। হে ত্রিগুণাত্মন্! আপনি সত্বাদিগুণত্রয়ের আধার হইয়াও ত্রিগুণাতীত; অতএব আপনাকে নমস্কার। হে অন্তর্য্যামিন্! আমি আপনার মায়ায় মোহিত হইয়াই সৃষ্টিকার্য্যে নিরন্তর নিরত থাকিয়া অদ্যাপি কিছুতেই যে, শান্তি সুখলাভ করিতে পারিতেছি

না, তাহাত জানিতেছেন। প্রভো! আমি আপনার নাভিপঙ্কজ হইতে জন্মলাভান্তে অনন্তকাল তথায় অবস্থিতি করতঃ নিরন্তর আপনার স্তুতিবাদ করিয়াও যখন ভবদীয় মায়াকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হই নাই, তখন অপর আর কে তজ্জয়ে সমর্থ হইবে। নাথ! সৃষ্টিকার্য্যার্থ এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যেমন আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপ অপর কোটিকোটি ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রভো! সার্দ্ধত্রিকোটি সংখ্যক মাদৃশ ব্রহ্মার মধ্যে ভবদীয় সম্মুখবর্ত্তী আমার ন্যায় কোন ব্রহ্মাই যথার্থরূপে আপনার মহিমা অবগত নহেন, অতএব হে নাথ! অনন্তমহিমান্বিত চিদ্রূপী আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। প্রভো! আপনি অখিলদেবগণেরও আরাধ্য দেবতা ও অধিদেবতা, আপনি দিব্যরূপী তথাচ দিব্যাদিব্য স্বরূপ, অতএব আপনাকে বারম্বার নমস্কার। আপনি জরামৃত্যুবিহীন ও মৃত্যুরূপী মনিষীগণ আপনাকে জ্বলদগ্নি-স্বরূপ তেজোময় মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দেব! আপনি সহজ আনন্দময়, শরণাগতব্যক্তিগণের মৃত্যু বিনাশন, ভক্তগণের প্রিয় এবং নিখিল জগতের পিতা মাতা, অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করি।

প্রগাঢ় অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত করিতে একমাত্র আপনিই অদ্বিতীয় সূর্য্যস্বরূপ, আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলে কাহারও আর কোনপ্রকার দুঃখ থাকে না। বিবিধ ক্লেশ-দগ্ধজীবগণের পক্ষে আপনি অকৃত্রিম কৃপাসিন্ধু-স্বরূপ, অতএব আপনাকে বারংবার নমস্কার। প্রভো! আপনি পরাৎপর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভক্তগণের পাপপুঞ্জের আপনি পরমশত্রু এবং আপনার সংসারপারাবারের আপনিই পারস্বরূপ; অতএব নাথ! ব্রহ্মরূপী আপনাকে নমস্কার। দয়াময়! আপনিই অখিল বস্তুর মূলীভূত হেতু, এবং পরম্পরা পরিব্যাপ্ত পরতত্ত্বপর; অতএব পরমাত্মারূপী আপনাকে প্রণাম করি। হে নিত্যোদ্যোগিন্! আপনি ত প্রণতগণের সর্ব্বদুঃখ দূর করিয়া থাকেন। অতএব আমি আপনাকে নমস্কার করি। স্বামিন্ পূর্ব্বে সৃষ্টি-ভারাবতারণার্থ আপনার নিকট যে বিষয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম, হে জগন্নাথ! হে সহজানন্দরূপিন্! এক্ষণে সেই প্রার্থনা পূর্ণ করুন্! নাথ! আপনি প্রসন্ন হইলে আমার আর দুর্লভ কি আছে। হে কৃপাম্বুধে! আপনিইত এই আমাকে ভবদীয় লীলা-ভেদ আপনাহইতে বিভিন্ন করিয়া অজ্ঞানতিমিরাবৃত জগৎরূপ কারাগৃহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এক্ষণে ইহা হইতে মুক্তির

একমাত্র হেতু, আপনার কৃপাভিন্ন অনন্তকাল ভ্রমন করিয়াও মুক্তিদ্বার প্রাপ্ত হইতেছি না। দেব! আপনি অখিলজগতের একমাত্র আরাধ্য, এজন্য সুরাসুরগণ সতত আপনার পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিয়া থাকে। নাথ! এই বিশ্বসংসারে একমাত্র আপনিই সান্দ্রসুধাধার সন্তাপহর অদ্বিতীয় সুধাংশুস্বরূপ; অতএব পুনঃ পুনঃ অসীম নমস্কার। দীনবন্ধো! আপনি দীনগণের দুর্লভ কামপ্রদ অকম্পনকল্পবৃক্ষস্বরূপ, এবং দীননিরাশ্রয় প্রণত ভক্তগণের অসীম ক্লেশরাশি নিবারণে সতত সমুদ্যত অতএব আপনাকে বারম্বার প্রণাম করি। নাথ! দুঃখসাগরে নিমগ্ন জগদ্বাসি জীবগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে করুণাকর! করুণা প্রকাশ করিয়া করুণাকটাক্ষপাতে জগদ্বাসীকে পরিত্রাণ করুণ।

শ্রীজগন্নাথদেবের স্তব সমাপ্ত ॥



শ্রী শ্রীবলদেবের স্তব ।

নভঃ শিরস্তে দেবেশ আপস্তে বিগ্রহঃ প্রভো ।
পাদৌ ক্ষিতির্মুখং বহ্নিঃ শ্বসিতানি সমীরণঃ ॥ ১ ॥
নমস্তে হ্যোষধীনাথশ্চক্ষুষী তে দিবাকরঃ ।
বাহবঃ কুকুভোনাথ নমস্তে জ্ঞানদর্পণ ॥ ২ ॥
চতুর্দ্দশানাং লোকানাং মূলস্তম্ভায় সীরিণে ।
পাদাম্ভোজপ্রপন্নানাং নমঃ পাপৌঘদারিণে ॥ ৩ ॥
অনন্তবক্ত্রনয়নশ্রোত্রপাদাক্ষিবাহবে ।
নমোঽনাদিমহামূলতমস্তোমৈকভানবে ॥ ৪ ॥
ত্রয়ীময়ঃ ত্রিধাদোষনাশায় ত্র্যবতারিণে ।
ফণামণিকণাকার ক্ষিতিমণ্ডলধারিণে ॥ ৫ ॥
নমঃ কালাগ্নিরুদ্রায় মহারুদ্রায় তে নমঃ ।
ভোগতল্পফণাচ্ছত্রমধ্যসুপ্তায় তে নমঃ ॥ ৬ ॥
মহার্ণবজলে বৃদ্ধে একীভূতে জগত্ত্রয়ে ।
ত্বমেব শেষো ভগবন্ সহস্রফণমণ্ডিত ॥ ৭ ॥
ফণামণিগণব্যাজসম্ভৃতাখিলভৌতিক ।
ত্বমেব নাথ সর্ব্বেষাং স্রষ্টা পালয়িতা প্রভো ॥ ৮ ॥
অন্তা ধারয়িতা নিত্যং সদাদ্যাস্ত্বন্নিমিত্তকাঃ ।
এষ নারায়ণো যো বৈ বেদান্তেষূপগীয়তে ॥ ৯ ॥

ত্বত্তো ন ভিন্নো ভগবন্ কারণাদ্ভেদভাগসি।
শয্যা ত্বং শয়িতা হ্যেষ ছাদ্যশ্চ চ্ছাদকো ভবান্ ॥১০॥
যো বৈ কৃষ্ণঃ স বৈ রামো যো রামঃ কৃষ্ণ এব সঃ।
যুবয়োরন্তরং নাস্তি প্রসীদ ত্বং জগন্ময় ॥১১॥

ইতি শ্রীবলদেবস্তবঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীবলদেবের স্তবের অনুবাদ।

হে দেবেশ! নভোমণ্ডল আপনার মস্তক, সলিলরাশি আপনার শরীর, ক্ষিতিতল আপনার পাদদ্বয়, বহ্নি মুখ, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু নিশ্বাসপ্রশ্বাস এবং চন্দ্রসূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়স্বরূপ; অতএব হে প্রভো! আপনাকে নমস্কার। নাথ! দিঙ্‌নিচয় আপনার বাহু সমূহ, আপনি চতুর্দ্দশ ভুবনের মূলস্তম্ভ ও জ্ঞানের দর্পণস্বরূপ, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। দেব! যাহারা আপনার চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করে, আপনি তাহাদিগের অখিল পাপরাশি বিদূরিত করিয়া থাকেন। আপনার চক্ষুকর্ণ, মুখ হস্তপদাদি অনন্ত, আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনার আদি নাই, আপনিই বিশ্বের মহামূলস্বরূপ

তমোরাশি নিবারণের আপনিই অদ্বিতীয় সূর্য্যসম, আপনিই ঋগ্ যজু সাম এই বেদত্রয়ের স্বরূপ, আপনার কৃপায় আধ্যাত্মিকাদিত্রিবিধদোষ প্রশমিত হইয়া থাকে এবং আপনি ত্রিমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ, অতএব আপনাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি। প্রভো! আপনি নিজমস্তকে স্বীয় ফণাস্থিতমণির কণাতুল্য বিশাল এই ক্ষিতিমণ্ডলকে অবলীলাক্রমে ধারণ করিতেছেন। আপনি কালাগ্নিরুদ্র ও মহারুদ্রস্বরূপ, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। দেব! প্রলয়কালে মহার্ণব, জল বর্দ্ধিত হইলে, যে সময় আপনি স্বীয় কুণ্ডলিত প্রকাণ্ড শরীরকে শয্যায় ও ফণামণ্ডলকে ছত্র করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়া থাকেন, অতএব অনন্তমহিম আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! আপনি স্বীয় অনন্ত ফণামণিস্থলে যেন অখিলব্রহ্মাণ্ডের অখিল সম্পৎ মস্তকে ধারণ করতঃ সহস্রফণামণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রলয়পয়োধিজলে সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। নাথ! আপনিই সকলের স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহার কর্ত্তা, একমাত্র আপনিই ধরামণ্ডল ধারণ করিতেছেন। প্রভো! আপনি অস্মদাদি সকলেরই মূলকারণ। ভগবন! সমুদয়বেদান্তশাস্ত্রে যাহার মহিমা বর্ণিত আছে, সেই ভগবান নারায়ণ আপনা হইতে ভিন্ন নহে,

কেবল অনীর্ব্বচনীয় কারণ বশতঃই পৃথক্ রূপে বিরাজ করিতেছেন। আপনিই শয্যা, নারায়ণ শয়নকর্ত্তা, আপনি ছাদক, নারায়ণ ছাদ্য, বস্তুতঃ যিনিই কৃষ্ণ, তিনিই রাম, যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ, আপনাদিগের উভয়ের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। অতএব হে জগন্নাথ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

শ্রীশ্রীসুভদ্রাদেবীর স্তব।

জয় দেবি জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি।
কার্য্যকারণকর্ত্রী ত্বং সর্ব্বশক্ত্যৈ নমোঽস্তু তে॥ ১।

সর্ব্বস্য হৃদি সংবিষ্টে জ্ঞানমোহাত্মিকে সদা।
কৈবল্যসুখদে ভদ্রে ত্বাং নমামি সুরারণিং॥ ২॥

দেবী ত্বং বিষ্ণুমায়াসি মোহয়ন্তী চরাচরং।
হৃৎপদ্মাসনসংস্থাপি বিষ্ণুভাবানুসারিণি॥ ৩॥

ত্বমেব লক্ষ্মী গেৌরীচ শচী কাত্যায়নী তথা।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদখিলাত্মিকে॥ ৪॥

তস্য সর্ব্বস্য শক্তিস্ত্বং স্তোতুং ত্বাং কস্তু শক্তিমান্।
জয় ভদ্রে সুভদ্রে ত্বং সর্ব্বেষাং ভদ্রদায়িনি॥ ৫॥

ভদ্রাভদ্রস্বরূপা ত্বং ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে।
ত্বং মাতা জগতাং দেবি পিতা নারায়ণো হি সঃ ॥ ৬ ॥

স্ত্রীরূপং সর্ব্বমেব ত্বং পুংরূপোজগদীশ্বরঃ।
যুবয়োর্নহি ভেদোঽস্তি নাস্ত্যন্যৎ পরমেব হি ॥ ৭ ॥

যথা বয়ং নিযুক্তা হি ত্বয়া বৈষ্ণবমায়য়া।
নিদেশকারিণো নিত্যং ভ্রমামঃ পরমেশ্বরি ॥ ৮ ॥

বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ পরমা ক্ষুধা নিদ্রা ত্বমেব চ।
আশা ত্বমাশাপূর্ণা সর্ব্বাশাপরিপূরিকা ॥ ৯ ॥

মুক্তিপ্রদা ত্বমেবাসি বন্ধহেতুস্ত্বমেব চ।
সর্ব্বকামপ্রদে নিত্যে ভক্তানাং কল্পবল্লরী ॥ ১০ ॥

ত্রাহি পাদাব্জলগ্নং মাং কৃপাপাঙ্গবিলোকনৈঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীসুভদ্রাদেবীস্তবঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীসুভদ্রাদেবী স্তবের অনুবাদ।

হে দেবি জগন্মাতঃ! আপনার জয় হউক, আপনি প্রসন্ন হউন্, হে পরমেশ্বরি! আপনিই কার্য্যকারণ কর্ত্রী ও সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিনী, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে কৈবল্যসুখদে! আপনি অখিলজীবের হৃদপদ্ম

মাঝে বিরাজ করিতেছেন। হে জ্ঞানমোহাত্মিকে! আপনি সুরগণের অবনিস্বরূপ, অতএব হে ভদ্রে! আপনাকে প্রণাম করি। হে দেবি! যিনি চরাচর মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, আপনিই সেই বিষ্ণুমায়া, হে বিষ্ণুভাবানুসারিনি! আপনি কমলারূপে বিষ্ণুর হৃদয়কমলে সতত বিরাজমানা। মাতঃ! একমাত্র আপনিই লক্ষ্মী, আপনিই গৌরী, আপনিই শচী ও আপনিই কাত্যায়নী; অধিক কি কহিব, জগতে সদসৎ যে কিছু বস্তু আছে, আপনিই তৎসমুদয়ের শক্তিস্বরূপা; অতএব হে অখিলাত্মিকে! আপনাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে। জননি! আপনি সকলেরই ভদ্রদায়িনী বলিয়া ভদ্রানামে প্রসিদ্ধা, অতএব হে সুভদ্রে! আপনার জয় হউক! হে ভদ্রকালি! আপনিই সমুদয় ভদ্রাভদ্র স্বরূপা, আপনাকে নমস্কার। দেবি! আপনি অখিল জগতের মাতা এবং ভগবান্ নারায়ণ পিতা। জগতে যত কিছু স্ত্রীমুর্ত্তি আছে সকলই আপনি এবং যত কিছু পুরুষ আছে, জগদীশ্বর নারায়ণই তৎসমুদয় স্বরূপ। হে পরমেশ্বরি! আপনাদিগের উভয়ের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। এবং জগতে আপনাদিগের অপেক্ষা অপর শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই। বিষ্ণুমায়া আপনি আমাদিগকে

যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন আমরা প্রতিনিয়ত সেই নির্দ্দেশানুসারে ভ্রমণ করিতেছি। পরমাবৃত্তি, প্রবৃত্তি ক্ষুধা, নিদ্রা, আশা অথবা আশার পূর্ণতা সকলই আপনি এবং একমাত্র আপনার কৃপাতেই সকলের সকল আশা পূর্ণ হইয়া থাকে। মাতঃ! আপনি জীবগণের মুক্তি-প্রদায়িনী, এবং আপনিই তাহাদিগের ভববন্ধনের হেতু। হে সনাতনি! আপনিই ভক্তগণের সর্ব্বকামপ্রদা, কল্প-লতিকাস্বরূপ, অতএব হে ভক্তবৎসলে! আমি আপনার চরণপ্রান্তে পতিত হইতেছি। আপনি কৃপাকটাক্ষপাতে আমাকে পরিত্রাণ করুন্।

শ্রীসুদর্শনচক্রের স্তব।

চক্রং সুদর্শনং বিষ্ণোশ্চতুর্থবপুরাস্থিতম্।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা ইমাং স্তুতিমুদাহরৎ॥ ১॥

সুদর্শনমহাজ্বাল কোটিসূর্য্যসমপ্রভ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধানাং বৈকুণ্ঠাধ্বপ্রদর্শক॥ ২॥

নমস্তে নিত্যবিলসদ্বৈষ্ণবাস্ত্রনিকেতন।
অবার্য্যবীর্য্যং যদ্রূপং বিষ্ণোস্তৎ প্রণমাম্যহং॥ ৩॥

(অনুবাদ)

বিষ্ণুর চতুর্থ শরীর সুদর্শনচক্রকে পরমভক্তি সহকারে প্রণামপূর্ব্বক এইরূপ স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, হে মহাদীপ্তিশালিন্! সুদর্শন! হে কোটি সূর্য্যসমপ্রভ! তুমি অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তিগণের বৈকুণ্ঠ মার্গ প্রদর্শক, এবং প্রতিনিয়ত বিলসনশীল বিবিধপ্রকার বৈষ্ণবাস্ত্রনিচয়ের আধারস্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণুর অনিবার্য্যবীর্য্য মূর্ত্তিস্বরূপ, তোমাকে আমি প্রণাম করি॥

মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্যম্।

উৎকলখণ্ডে ৩৮ অধ্যায়ে।

সমস্তজগদাদ্যা শ্রীঃ সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকৃৎ।
বৈষ্ণবী শক্তিরতুলা বিষ্ণুদেহার্দ্ধধারিণী।
সুধোপমং পচত্যন্নং ভুঙ্‌ক্তে নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ১॥

তদুচ্ছিষ্টোপভোগাদি সর্ব্বাঘক্ষয়কারকঃ।
ন তাদৃশসমং পুণ্যং বস্ত্বস্তি পৃথিবীতলে॥ ২॥

পাকসংস্কারকর্ত্তৃণাং সম্পর্কোঽত্র ন দূষ্যতি।
পদ্মায়াঃ সন্নিধানেন সর্ব্বে তে শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩ ॥

বেশ্যালয়গতং তদ্ধি নির্ম্মাল্যং পতিতাদয়ঃ।
স্পৃশন্ত্যন্নং ন দুষ্টং তদ্‌যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ॥ ৪ ॥

চিরস্থমপি সৎ শুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ।
যথা তথোপভুক্তং তৎ সর্ব্বপাপাপনোদনং ॥ ৫ ॥

কুক্কুরস্য মুখাদ্‌ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনং ॥ ৬ ॥

অশুচির্ব্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭ ॥

(অনুবাদ)

অখিলজগতের আদি কারণ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী বিষ্ণুদেহার্দ্ধধারিণী অদ্বিতীয়া বৈষ্ণবীশক্তি দেবী কমলাই অমৃততুল্য অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করেন এবং প্রভু নারায়ণ তাহা ভোজন করিয়া থাকেন। ভগবানের সেই উচ্ছিষ্ট-ভোজনে সমুদয় পাপ বিদূরিত হয়। বাস্তবিক উক্ত মহাপ্রসাদের তুল্য পবিত্র দ্রব্য পৃথিবীতে আর নাই। উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পাচকদিগের স্পর্শজন্য কোন দোষ হয় না। কারণ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সান্নিধ্যবশতঃ

তাহারা সকলেই পবিত্র হইয়া থাকে। উক্ত মহাপ্রসাদ যদি বেশ্যালয়ে থাকে কিম্বা পতিতাদি ব্যক্তিগণ উক্ত মহাপ্রসাদ স্পর্শ করে তথাপি তাহা দূষিত হইবে না, কারণ সেই অন্ন সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ। উক্ত মহাপ্রসাদ বহুদিনের পর্য্যুষিত,নিরতিশয় শুষ্ক কিম্বা দূরদেশ হইতে আনীত হউক যে কোন প্রকারে ভক্ষণ করিলেই সর্ব্বপাপ বিলীন হইয়া যায়। পাপনাশক উক্ত মহাপ্রসাদ কুক্কুরের মুখ হইতে যদি পতিত হয় তথাপি তাহা ব্রাহ্মণে ভোজন করিতে পারে। কি অশুচি অনাচারী মনে মনে পাপাচারী সকলেরই ইহা প্রাপ্তমাত্রেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে কোন বিচার করা কর্ত্তব্য নহে।

ভক্তির আভাস।

স্বর্গার্থীয়া ব্যবসিতিরসৌ দীনয়ত্যেব লোকান্।
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজম্।
যোগোদ্যোগঃ পরম-বিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ।
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা কৃষ্ণকৃষ্ণেতি রৌতু॥ ১॥

স্বর্গফল প্রদ যাগাদি লোকদিগকে দীনভাবাপন্ন করিয়া থাকে এবং মোক্ষাপেক্ষী মানবকে কেবল ক্লেশ

ভাগী করে, যোগচেষ্টাও অত্যন্ত বিরস, অতএব এই পরিশ্রমের প্রযোজন কি; সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার রসনা "কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ইহাই জপ করুক।

নধ্যাতোঽসি ন কীর্ত্তিতোঽসি ন মনাগারাধিতোঽসি প্রভো।
নো জন্মান্তরগোচরে তব পদাম্ভোজে চ ভক্তিঃ কৃতা।
তেনাহং বহুদুঃখভাজনতয়া প্রাপ্তো দশামীদৃশীং।
ত্বং কারুণ্যনিধে! বিধেহি করুণাং! শ্রীকৃষ্ণ দীনে ময়ি ॥২॥

হে প্রভু! আপনাকে আমি চিন্তা করি নাই, আপনার নাম কীর্ত্তন করি নাই এবং আরাধনাও করি নাই অপিচ জন্মান্তরের বিষয়ীভূত আপনার পাদপদ্মে ভক্তিও করি নাই। এই হেতু হে দয়ানিধে! শ্রীকৃষ্ণ! বহু দুঃখভাগ ঈদৃশ অবস্থাপ্রাপ্ত দরিদ্র আমার প্রতি করুণা বিধান করুন ॥ ২ ॥

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা সমাপ্তা।